Osoul Center
www.osoulcenter.com

আপনার সুপ্রিয় নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে একদিন

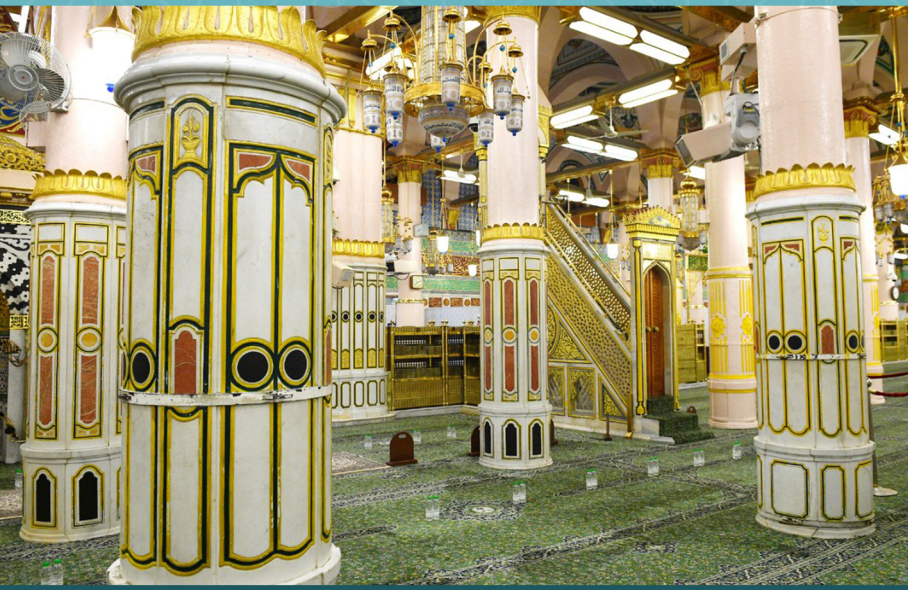

প্রণয়নে: শাইখ আবু খালেদ আইমান বিন আব্দুল আজীজ আবা নামী

বাংলা অনুবাদ, সংস্করণ ও নিরীক্ষণে:
ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা পিতা আয়েশ মুহাম্মাদ

يوم مع حبيبك ﷺ

تأليف

أبو خالد أيمن بن عبدالعزيز أبانمي

راجعه فضيلة الشيخ

د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير

ترجمة و مراجعة

د. محمد مرتضى بن عائش محمد

বাংলা

Bengali

بنغالي

ⓒ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ١٤٤٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

أبانمي ، أيمن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن

يوم مع حبيبك صلى الله عليه وسلم - البنغالية. / أيمن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن أبانمي - ط١ - الرياض، ١٤٤٤هـ

١٢٨ ص، ١٢ سم x ١٦,٥ سم

ردمك : ٤-٥٥-٨٣٨٢-٦٠٣-٩٧٨

١- السرة النبوية أ.العنوان

ديوي ٢٣٩ ١٤٤٤/٦١٦٩

رقم الايداع: ١٤٤٤/٦١٦٩

ردمك : ٤-٥٥-٨٣٨٢-٦٠٣-٩٧٨

এই বইটি ওসূল সেন্টারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর ডিজাইন বা রেখাচিত্রও ওসূল সেন্টারের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই ডিজাইনে বা রেখাচিত্রে ব্যবহৃত সমস্ত ছবি ওসূল সেন্টারের মালিকানাধীন রয়েছে। এবং ওসূল সেন্টার প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে যে কোনো উপায়ে এই বইটি মুদ্রণ এবং প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করছে। তবে শর্ত হলো এই যে, বইটির উৎস হিসেবে ওসূল সেন্টারের নাম তাতে সংরক্ষিত করতে হবে এবং তার পাঠ্য বিষয় অপরিবর্তিত রাখতে হবে আর ওসূল সেন্টার বইটির মুদ্রণের মান অতি উন্নত রাখার উপদেশ প্রদান করছে।

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com

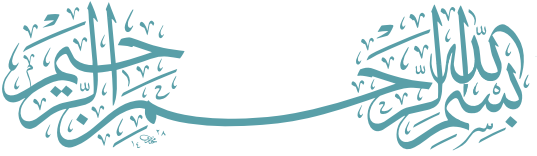

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ভূমিকা ৯

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর দৈহিক রূপরেখার বিবরণ ১৯

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঘুম থেকে উঠা, ওজু করা এবং রাতের নামাজ পড়ার বিবরণ ২৩

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নামাজ পড়ার পদ্ধতি ৩৭

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সকাল সন্ধ্যায় পঠনীয় দোয়া ও জিকির ৭৩

নিম্নের দোয়াটি শুধু সকালে পাঠ করার জন্য ৮৩

নিম্নের দোয়াটি শুধু সন্ধ্যায় পাঠ করার জন্য ৮৫

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পানাহারের পদ্ধতি ৮৭

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ও যানবাহনে আরোহণের পদ্ধতি ৯৩

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চরিত্র এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণ ১০১

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বাড়িতে তাঁর জীবনযাপন ও ঘুমের পদ্ধতি ১১৩

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ سبيل محبته جل جلاله متعلقاً باتباع خليله المصطفى مُحَمَّدٍ ﷺ؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران : ٣١]. وبَعْدُ:

অর্থ: সকল প্রশংসা সেই সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর জন্য, যিনি নিজের ভালোবাসার বিষয়টিকে তাঁর সুপ্রিয় ব্যক্তি বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অনুকরণের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত করে রেখেছেন। সুতরাং তিনি পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমাকে মেনে চলো। তোমরা যদি আমাকে মেনে চলো, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু”। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৩১)।

আর যে ব্যক্তি সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ভালোবাসার উপরে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিবে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ؛ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ». (صحيح البخاري، رقم الحديث ١٥، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧٠- (٤٤)).

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা, সন্তানসন্ততি এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সুপ্রিয় না হবো"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০ -(৪৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আর সেই বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ এর জন্য সম্মান ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হোক। যিনি মহান আল্লাহর সুপ্রিয় ব্যক্তি, যিনি প্রকৃত ইসলামের পথপ্রদর্শক, যিনি মহান আল্লাহর অতি পছন্দনীয় ব্যক্তি, যিনি উজ্জ্বল প্রদীপ, জান্নাতের সুসংবাদদাতা, সকল জাতির মানব সমাজের জন্য মহান আল্লাহর প্রদত্ত কৃপা ও উপহৃত অনুগ্রহ। তাঁর প্রতি সম্মান ও শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক, যতকাল পযর্ন্ত রাতদিনের আবর্তন ঘটবে, তাঁর প্রতি সম্মান ও শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক, যতকাল পযর্ন্ত সমস্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। তাঁর প্রতি সম্মান ও শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক, বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যা সমতুল্য। তাঁর প্রতি সম্মান ও শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক সমস্ত গাছের পাতার সংখ্যার ন্যায়। তাঁর প্রতি সম্মান ও শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক সমস্ত বালি ও পাথরের ছোট কুচির সংখ্যা সমতুল্য। আর তাঁর ন্যায়পরায়ণ পরিবার-পরিজন, মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণকারীগণের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে অতিশয় ভালোবাসে ও আকাঙ্খা করে যে, সে যদি তাঁর সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতো, তাহলে সে তাঁর কাছে বসতো, তাঁর পবিত্র ও উজ্জ্বল চেহারা দেখে চোখ জুড়াতো,

তাঁর প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক পবিত্র কথা শুনতো, প্রাণ জুড়ানো তাঁর সচ্চরিত্র দেখতো এবং তাঁর প্রতিপালকের উপাসনার অবস্থা জানতে পারতো। আর এই সবের জন্য সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন হলেও সে সবকিছু বিসর্জন দিতো। তাই সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِيْ لِيْ حُبًّا، نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ».
(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٢ – (٢٨٣٢)).

অর্থ: "আমার মৃত্যুবরণ করার পরে আমার ঈমানদার মুসলিম উম্মতের মধ্যে থেকে এমন কতকগুলি লোক হবে যে, তারা আমাকে একান্তভাবে ভালোবাসবে এবং এই আশা পোষণ করবে যে, তারা যদি তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের উপরে আমাকে প্রাধান্য দিয়ে আমার দর্শন লাভ করতে পারতো, তাহলে তারা তাই করতো"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২ -(২৮৩২)]।

সুতরাং তাবেয়ীগণ [রাহিমাহুমুল্লাহ] এর এই রকম অবস্থাই ছিলো। তাই তাঁদের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

১। মুহাম্মাদ বিন সীরিন [রাহিমাহুল্লাহ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবীদা [রাহিমাহুল্লাহ] কে বলেছিলাম: আমাদের কাছে আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কিছু কেশ রয়েছে যা আমরা আনাস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এর কাছ থেকে অথবা তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বলেছিলেন: তাঁর একটি কেশ আমার কাছে থাকাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশি পছন্দনীয় বিষয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭০]।

ইমাম আজ্জাহাবী [রাহিমাহুল্লাহ][১] এর ব্যাখ্যায় বলেন: "এই ইমাম সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মৃত্যুবরণ করার পঞ্চাশ বছর পরে এই কথা বলেছেন! তাহলে আমরা এখন আমাদের যুগে কী বলবো যদি আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কিছু কেশ আমরা অর্জন করি নির্ভরযোগ্য পন্থায়"!? তবে এই বিষয়টি অর্জন করার ইচ্ছা করার অর্থ হলো আকাশকুসুমের মতো অসম্ভব কল্পনা করা।

ইমাম আজ্জাহাবী আরো বলেন: "আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নিজের মাথার কেশগুলি মুণ্ডন করেছিলেন, তখন তিনি সাহাবীগণের প্রতি সম্মান করে সেই কেশগুলি তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৬ -(১৩০৫)]।

হায় দুঃখের বিষয়! আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সেই কেশগুলির মধ্যে থেকে একটি কেশে চুম্বন করার সুযোগ পেতাম!

২। জুবাইর বিন নুফাইল [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন: একদিন আমরা মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এর নিকটে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে অতিক্রম করলো এবং বললো: ধন্য এই চক্ষুদ্বয়, যা আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে দর্শন করেছে। আল্লাহর শপথ! আমরা কামনা করি আপনি যা দেখেছেন যদি আমরাও তা দেখতাম এবং আপনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমরাও যদি সেখানে উপস্থিত থাকতাম!

৩। সাবেত আলবুনানী [রাহিমাহুল্লাহ] যখন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সেবক আবু হামজা আনাস বিন

১ ইমাম শামসুদ্দিন আজ্জাহাবী ৬৭৩ হিজরী সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৪৮ হিজরী সালের জুলকাদা মাসের তিন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

মালিক আল আনসারী [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে দেখতে পেতেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি দ্রুত ছুটে আসতেন এবং তাঁর হাতে চুম্বন করতেন আর বলতেন: এই হাতটি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পবিত্র হাতকে স্পর্শ করেছে। তদ্রূপ ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস [রাহিমাহুল্লাহ] করতেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী ওয়াসিলা বিন আসকা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এর সাথে।

সেই রূপ কতকগুলি তাবেয়ী [রাহিমাহুমুল্লাহ] করতেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী সালামা ইবনুল আকওয়া [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এর সাথে। তাঁরা তাঁর হাতকে চুম্বন করতেন আর বলতেন: এই হাতটি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর হাতে হাত মিলিয়ে বাইয়াত করেছে।

৪। আলহাসান আলবাসারী [রাহিমাহুল্লাহ] সেই খেজুর গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডের কাহিনীটি শুনাতেন, যে খেজুর গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দাঁড়িয়ে খুতবার ভাষণ দেওয়ার সময় হেলান দিতেন। তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জন্য একটি মিম্বার স্থাপন করা হয়েছিলো। তাই তিনি সেই মিম্বারটির উপরে দাঁড়িয়ে খুতবার ভাষণ দেওয়া শুরু করেন এবং সেই খেজুর গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডে হেলান দিয়ে খুতবার ভাষণ দেওয়া বন্ধ করেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] বলেন: তখন আমরা দশ মাসের গাভিন উষ্ট্রীর শব্দের ন্যায় সেই খেজুর গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডটির আকুল আর্তনাদ করার শব্দ শুনতে পেলাম। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মাসজিদে সেই সময় যারা ছিলো, তারা সবাই এই খেজুর গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ডটির আকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে আর্তনাদ করার শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। তাই আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী

মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মিম্বার হতে নেমে নিজের হাত সেই খেজুর গাছের গুঁড়ির উপরে রেখেছিলেন এবং সে শান্ত হয়েছিলো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯১৮]।

আলহাসান আলবাসারী [রাহিমাহুল্লাহ] এই কাহিনীটি যখনই উপস্থাপন করতেন, তখনই বলতেন: "হে মুসলিম সমাজ! এই শুকনো খেজুর গাছের গুঁড়িটি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কতই আগ্রহী হয়ে আকুল ও উৎকণ্ঠিত হয়ে আর্তনাদ করেছে! সুতরাং আপনাদের জন্য তো আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আরো অনেক বেশি আগ্রহান্বিত ও ব্যাকুলভাবে উৎসাহিত হওয়া দরকার।

৫। তাঁরা আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে শুধুমাত্র ব্যাকুল হয়ে ভালো বাসতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসাহিত হতেন তা নয়। বরং তাঁরা তাঁর সুন্নাত ও কর্ম পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করতেন। যাতে তাঁরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে সেই বিষয়টি অর্জন করতে পারেন, যে বিষয়টি তাঁর সঙ্গ না পাওয়ার কারণে বাদ পড়েছে।

তাই তাবেয়ীদের একজন সরদার নাবীপ্রেমিক আবু মুসলিম আল খাওলানী [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন: "আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাহাবীগণ কী এই ধারণা পোষণ করেন যে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র তাঁরাই আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মহা সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁকে নিজেদের আয়ত্তে ধরে রাখবেন!? মহান আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি: আমরাও আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর মহা সন্তুষ্টি লাভ করার ময়দানে তাঁদের সাথে

মহা প্রতিযোগিতা করে জয়ী হবো। যাতে তাঁরা জানতে পারেন যে, তাঁদের পরে এই ময়দানে তাঁরা কতকগুলি লোক রেখে গেছেন"।

আবু মুসলিম আল খাওলানী [রাহিমাহুল্লাহ] এই বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, "আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে কেবলমাত্র সাহাবীগণ [রাদিয়াল্লাহু আনহুম] একান্তভাবে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁকে নিজেদের আয়ত্তে ধরে রাখবেন। এবং তিনি এই ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, তিনিও আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে একান্তভাবে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁকে নিজের আয়ত্তে ধরে রাখার জন্য মহা প্রতিযোগিতা করে জয়ী হবেন। যথার্থভাবে তিনি পবিত্র প্রতিযোগিতার অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন এবং এই বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন যে, সৎকর্মে এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সন্তুষ্টি লাভ করার কাজে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। আসল প্রতিযোগিতা হলো মহান আল্লাহ ও তদীয় বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রকৃত সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে মহামর্যাদা লাভ করা এবং উচ্চ গুণাবলি অর্জন করা। আরো জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ». (صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٣٨ - ٢٦٩٩).

অর্থ: "প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক যদি কোনো ব্যক্তির সৎ কর্মে ঘাটতি থাকে, তাহলে তার বংশের মহামর্যাদার কারণে তার কোনো মর্যাদা লাভ হবে না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮ -(২৬৯৯) এর অংশবিশেষ]।

সুতরাং এই হাদীসের ভাবার্থ হলো এই যে, যাকে তার কর্ম অমঙ্গলের দিকে নিয়ে যাবে, তাকে তার বংশ রক্ষা করতে পারবে না।

আর তাই ন্যায়পরায়ণদের কথা হলো এই যে, শুধুমাত্র পার্থিব জগতের বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে আপনি প্রতিযোগিতা করতে দেখলে, তার সাথে আপনি পারলৌকিক জগতের কল্যাণ লাভের বিষয়ে প্রতিযোগিতা করবেন। আর এই প্রতিযোগিতায় সম্ভব হলে আপনি জয়লাভ করবেন এবং সকলকে পরাজিত করবেন।

৬। তাঁদের পরে ন্যায়পরায়ণ সালাফে সালেহীন আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সমস্ত ছোটো ও বড়ো সুন্নাত ও কর্ম পদ্ধতি মোতাবেক জীবনযাপন করার প্রতি অতি আগ্রহী ও ব্যাকুল ছিলেন।

ইমাম আহমাদ [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন: আমি এমন কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি, যার প্রতি আমি আমল করিনি। তাই হাদীস লিপিবদ্ধ করতে করতে যখন এই হাদীসটি আমার সামনে এলো: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন এবং রক্তমোক্ষক আবু তাইবাকে তার পারিশ্রমিক হিসেবে স্বর্ণের মুদ্রা একটি দিনার প্রদান করেছিলেন।[১] তাই আমিও রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলাম এবং রক্তমোক্ষককে তার পারিশ্রমিক হিসেবে স্বর্ণের মুদ্রা একটি দিনার প্রদান করেছিলাম।

ইমাম আহমাদ [রাহিমাহুল্লাহ] আরো বলেন: আপনি যদি এই কাজে সক্ষম হন যে, দলিল ছাড়া আপনার একটি কেশও চুলকাবেন না, তাহলে তাই করবেন। আর এটি এই জন্য যে তিনি মানুষ হিসেবে সবকিছুতেই পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। যেমন আল্লামা ইয়াহ্ইয়া বিন শারাফ আন্নাওয়াবী [রাহিমাহুল্লাহ] বলেছেন: যদি আপনি তাঁর দেহের গঠনের দিকে লক্ষ্য

১ ইমাম আহমাদ [রাহিমাহুল্লাহ] এর মুসনাদে বর্তমানে ২৮১৯৯ টি হাদীস আছে। স্বর্ণের মুদ্রা একটি দিনার হলো ৪,২৫ গ্রাম স্বর্ণ। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

করেন, তাহলে তাঁর দেহের গঠনে এমন সৌন্দর্য দেখতে পাবেন, যে সেই সৌন্দর্যের মতো আর সৌন্দর্য দেখতে পাবেন না। এবং আপনি যদি তার সচ্চরিত্রের দিকে এবং তাঁর আচার আচরণের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহলে তাঁর সচ্চরিত্র এবং তাঁর আচার আচরণ পাবেন পূর্ণতার চূড়ান্ত পর্যায়ে। আর যদি আপনি সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি এবং মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর উপকার, উদারতা ও বদান্যতার দিকে লক্ষ্য করেন, তাহলে তাঁকে এই বিষয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহৎ ও দয়ালু পাবেন।

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে আন্তরিকতার সহিত ভালোবাসার বিষয়টি হলো মহান আল্লাহর একটি বিরাট বড়ো অনুগ্রহ।

তদ্রূপ ইমাম ইবনুল কাইয়েম [রাহিমাহুল্লাহ] বলেছেন: অতএব মহান আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কোনো ব্যক্তি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে আন্তরিকতার সহিত ভালোবাসার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন মহান আল্লাহ তাকে এই সুযোগ দিবেন যে, সে নিশ্চয় আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে এবং তাঁকে সেইভাবে নিজের ইমাম, শিক্ষক, গুরু, কল্যাণের দিশারী ও সর্বোত্তম উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে, যেভাবে তাঁকে মহান আল্লাহ নাবী ও রাসূল এবং প্রকৃত ইসলামের পথ প্রদর্শক হিসেবে তার প্রতি প্রেরণ করেছেন। আর সে তার নাবী ও রাসূল এবং প্রকৃত ইসলামের পথ প্রদর্শকের জীবনচরিত পাঠ করবে, তাঁর অদর্শের মৌলিক বিষয়গুলির জ্ঞান লাভ করবে, তাঁর প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার নিয়ম জানবে, তাঁর বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, আচার আচরণ, জীবনযাপনের নিয়ম, চলাফেরা, জাগ্রত অবস্থা, ঘুমন্ত অবস্থা, পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণের সঙ্গে চালচলনের নিখুঁত আদবকায়দা জানবে। যাতে তার মনে হবে যে, সে যেন আল্লাহর

সুপ্রিয় নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সঙ্গে একজন সাহাবীর মতোই নিজের জীবন পরিচালিত করছে। [মাদারিজুস্সালিকীন ৩/২৬৮]।

৭। আমি বললাম: "আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পবিত্র সংসর্গ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়েছে, সে যেন তাঁর সুন্নাত ও জীবন পদ্ধতির পথ থেকে বঞ্চিত না হয়"।

আপনার সুপ্রিয় নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সঙ্গে একদিন অতিবাহিত করা কতো বড়ো চমৎকার বিষয়! প্রতিটি বিষয়ে তাঁর সমস্ত কথা ও কর্মের অনুসরণ করবেন এবং তাঁর জীবন পদ্ধতি মেনে চলবেন। এতে আপনি মহাসুখ লাভ করে মহাসুখি হতে পারবেন।

এটা কেন হবে না!? এটা তো হবেই। আর এটা এই জন্য হবে যে, আপনি তো মানবজাতির মধ্যে শিরোমণি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির এমনভাবে অনুকরণ করছেন, যে আপনি যেন তাঁকে আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি এই বিষয়টি একবার পরীক্ষা করে দেখুন! নিশ্চয় আপনি এই বিষয়টি সঠিক বিষয় হিসেবে বুঝতে পারবেন।

আমি আশা করি যে, এরপরে আপনার দিনগুলি আপনার সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে থাকবে।

একটি বিজ্ঞপ্তি হলো এই যে, যে দিনটির বিষয়ে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক নির্দিষ্ট কোনো উৎকৃষ্টতা নেই, সেই দিনটিকে অস্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা জায়েজ নয়। তাই আপনি সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে থাকা শুরু করার জন্য যে কোনো একটি দিন বেছে নিবেন ইনশা আল্লাহ।

এবং আমরা সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সাথে দিন অতিবাহিত করার পূর্বে তাঁর দৈহিক গঠনের গুণাবলির জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য মনে করছি।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর দৈহিক রূপরেখার বিবরণ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: مَرْبُوْعًا، بَعِيْدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ. (صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٣٥٥١، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٩١ - (٢٣٣٧)).

অর্থ: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মধ্যমাকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যস্থল সুপ্রশস্ত ছিলো। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫১ এর অংশবিশেষ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১ -(২৩৩৭) এর অংশবিশেষ তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيْرِ. (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٥٤٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٩٣ - (٢٣٣٧)).

অর্থ: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চেহারা ছিলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এবং তাঁর চরিত্রও ছিলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। তাঁর পবিত্র দেহ বেশি লম্বা ছিলো না এবং বেশি খাটোও ছিলেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৪৯ এবং

সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩ - (২৩৩৭) এর অংশবিশেষ, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর দৈহিক বিবরণের মধ্যে এটাও রয়েছে:

«وَلَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ». (صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٣٥٤٨، واللفظ له، وصحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ١١٣ – (٢٣٤٧)).

অর্থ: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অতিশয় ধবধবে সাদা কিংবা বাদামী বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিলো না এবং একদম সোজাও ছিলো না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৪৮ এর অংশবিশেষ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৩ -(২৩৪৭) এর অংশবিশেষ, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চেহারা ছিলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এবং তিনি ফর্সা, লাবণ্যময় ও উজ্জ্বল চেহারার মানুষ ছিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৪৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩ - (২৩৩৭) আর হাদীস নং ৯৮ -(২৩৪০) এর অংশবিশেষ]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শুভ্রতায় ছিলেন রৌপ্যের ন্যায়। [শামায়েলে তিরমিযী হাদীস নং ১২ এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আলআলবাণীর সিলসিলা সহীহা]।

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَه اللُّؤْلُؤُ، وَكَانَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. (صحيح مسلم، جزء من رقم الحديث ٨٢ – (٢٣٢٩)، وأيضا جزء من رقم الحديث ١٠٩ – (٢٣٤٤)،).

অর্থ: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পবিত্র দেহের রঙ ছিলো খাঁটি সাদা, উজ্জ্বল ও আলোকিত এবং তাঁর ঘর্ম ছিলো মোতি বা মুক্তার মতো। আর তাঁর দাড়ির চুল খুব ঘন ছিলো। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২ -(২৩২৯) এবং হাদীস নং ১০৯ -(২৩৪৪) এর অংশবিশেষ]।

জাবের বিন সামুরা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পবিত্র চেহারা কী তলোয়ারের মতো ছিলো? তিনি উত্তরে বলেছিলেন: না, তাঁর পবিত্র চেহারা ছিলো সূর্য ও চন্দ্রের মতো গোলাকার। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৯ -(২৩৪৪) এর অংশবিশেষ]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রশস্ত মুখ ছিলো, লাল সাদা মিশ্রিত প্রলম্বিত চোখ ছিলো এবং হালকা অমাংসল গোড়ালি ছিলো। আর তিনি অতি সুন্দর দেহের ফর্সা, লাবণ্যময় এবং মধ্যমাকৃতির মানুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মোটা, সরু, লম্বা এবং খাটো ছিলেন না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৭ - (২৩৩৯) এবং হাদীস নং ৯৯ -(২৩৪০) এর অংশবিশেষ]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর দুই হাত ও দুই পা ছিলো মাংসল বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট। এবং তাঁর দুই হাতের তালু ছিলো চওড়া ও প্রশস্ত। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯০৭ এর অংশবিশেষ]।

আনাস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পবিত্র হাতের তালুর চেয়ে মোলায়েম কোনো নরম খাঁটি সিল্কের কাপড় ও চকচকে রেশমের সুতা স্পর্শ করিনি। আর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর শরীরের সুগন্ধি

অপেক্ষা অধিক সুগন্ধি আমি আর কখনো পাইনি। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২ - (২৩৩০) এর অংশবিশেষ]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঘর্ম তাঁর পবিত্র দেহ থেকে মুছে নেওয়া হতো এবং শিশিতে রেখে সংরক্ষিত করা হতো এবং সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি বা আতর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৩-(২৩৩১)]।

আর এখন আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সঙ্গে একটি দিন অতিবাহিত করার সময় হয়েছে। তাই অতি সংক্ষেপে হাদীসের ছয়টি বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের সেই সমস্ত হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য বিষয়গুলি উপস্থাপন করবো, যে সমস্ত হাদীসকে ইমাম নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী সঠিক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে প্রয়োজনের খাতিরে হাদীসের অন্য গ্রন্থ থেকেও কতকগুলি বিষয় উত্থাপন করবো।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঘুম থেকে উঠা, ওজু করা এবং রাতের নামাজ পড়ার বিবরণ

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন ঘুম থেকে জেগে উঠতেন, তখন তিনি বলতেন:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ». (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٣٢٥).

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন নিদ্রিত করার পর এবং কিয়ামতের দিনে তাঁরই পানে আমরা পুনরুত্থিত হবো"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২৫]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাত্রিবেলায় ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬ -(২৫৫)]।

এবং আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাত্রিবেলায় ঘুম থেকে উঠে কোনো কোনো সময় সূরা আল ইমরানের শেষের দশটি আয়াত পাঠ করতেন এবং অতি সুন্দর করে ওজু করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৭১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২ - (৭৬৩)]।

সূরা আল ইমরানের শেষের দশটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতটি হলো নিম্নরূপে:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ﴾

[سورة أل عمران: ١٩٠].

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিনরাতের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৯০)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন শৌচাগারে বা পায়খানায় প্রবেশের ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পুরুষ জাতীয় শয়তান জিন এবং স্ত্রী জাতীয় শয়তান জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২ - (৩৭৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

এবং যখন তিনি শৌচাগার বা পায়খানা হতে বের হতেন, তখন বলতেন:

«غُفْرَانَكَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৭ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩০০, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো কোনো সময় মলমূত্র ত্যাগের পর পানি দ্বারা শুদ্ধি ও পবিত্রতা

অর্জন করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯ - (২৭০)]।

আবার কোনো কোনো সময় আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মলমূত্র ত্যাগের পর ঢিল দ্বারা শুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৫ এবং ১৫৬] ।

কোনো কোনো সময় আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মলমূত্র ত্যাগের পর ঢিল ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করে শুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করতেন।[১]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মলমূত্র ত্যাগের সময় দূরে যেতেন এবং নিজেকে লুকিয়ে অবস্থান করতেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১, ২, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৩৫, ৩৩৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাধারণভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় মূত্র ত্যাগ করতেন না। তবে কোনো কোনো সময় তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় মূত্র ত্যাগ করতেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১২, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২৯ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩০৭, ৩০৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন। আরো দেখুন সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৩ - (২৭৩), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৮ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩০৫]।

১ আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মলমূত্র ত্যাগের পর ঢিল ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করে শুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করতেন, এই বিষয়টির কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অল্প জলে বা অল্প পানিতে ওজু করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০ - (৩২৫)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু এইভাবে করতেন: প্রথমে দুই হাত তিনবার করে ধুয়ে নিতেন। তারপর কুলি করতেন আর নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়তেন তিনবার করে। তবে এক অঞ্জলি বা এক আঁজলা পানির অর্ধেক দিয়ে কুল্লি করতেন আর বাকি অর্ধেক নাকে দিয়ে নাক ঝাড়তেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১, ১৯৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮ - (২৩৫)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দিতেন এবং বাম হাত দিয়ে নাকের পানি ঝেড়ে নাক পরিষ্কার করতেন। [সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৯১ আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ সঠিক সানাদের হাদীস বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় উত্তমরূপে গভীরভাবে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করার উপদেশ প্রদান করেছেন। তবে রোজার অবস্থায় নাকে গভীরভাবে পানি দিতে নিষেধ করেছেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৬৬, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৭৮৮, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৭ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৪০৭, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সঠিক) বলেছেন। ইমাম ইবনু খোজায়মা এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

তার পরে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার

সময় নিজের মুখমণ্ডল তিনবার করে ধৌত করতেন।[১] [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮- (২৩৫)]।[২]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় মাথার চুল বের হওয়ার স্থান থেকে চিবুকের শেষ পর্যন্ত ধৌত করতেন।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় কখনো কখনো নিজের দাড়ির খেলাল করতেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

তারপর আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় নিজের হাতের সমস্ত আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত তিনবার করে হাত ধৌত করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩- (২৬৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় আঙ্গুলসমূহ খেলাল করার আদেশ প্রদান করেছেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪২, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৯, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১১৪ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৪৪৮, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন]।

---

১ মুখমণ্ডল প্রস্থের দিক দিয়ে হলো: দুই কানের উৎপত্তিস্থানের মধ্যেবর্তী জায়গা। এবং দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে হলো: স্বাভাবিকভাবে মাথার চুল উৎপন্ন হওয়ার স্থান থেকে থুতনি বা চিবুকের শেষ পর্যন্ত। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

২ আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো কোনো সময়ে তাঁর ওজুর অঙ্গ প্রতঙ্গ একবার করে অথবা দুইবার করে কিংবা তিনবার করে ধৌত করতেন। আবার কখনো কখনো একই ওজুতে কোনো অঙ্গ একবার এবং কোনো অঙ্গ দুইবার কিংবা কোনো অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় দুই হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর দুই হাত মাথার সামনে এবং পেছনে নিয়ে এসেছেন। তথা মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করে উভয় হাত মাথার পেছনে গলার পশ্চাদ্‌ভাগে নিয়ে যান। তারপর আবার যেখান থেকে মাথা মাসাহ করা শুরু করেছিলেন, সেখানেই উভয় হাত ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮- (২৩৫)] ।

তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় তিনি তাঁর উভয় কানের আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগ মাসাহ করেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৩ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৪২, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

এরপর আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওজু করার সময় নিজের দুই পায়ের গিরা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩- (২২৬)] ।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি যত্নসহকারে সঠিক ভাবে পূর্ণরূপে ওজু করবে এবং এই দোয়াটি পাঠ করবে:

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ».

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অব্যশই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অতিশয় প্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল"। "তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে, সেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭ - (২৩৪)]।

তারপর নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতে পারা যায়:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! যারা পুনরায় পাপ কাজ না করার জন্য সংকল্প করে এবং পবিত্র থাকার জন্য সংকল্প করে, আপনি আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ؛ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ؛ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ؛ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».
(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٢ – (٢٤٤).

অর্থ: "যখন মুসলিম ব্যক্তি বা মুমিন ব্যক্তি ওজু করতে শুরু করে এবং তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে তার চোখ দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দুই হাত ধৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার দুই হাত দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার দুই পা ধৌত করে, তখন পানির সাথে বা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার পা দ্বারা কৃত সমস্ত পাপ বের হয়ে যায়, এর কারণে সে সমস্ত ছোটো পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২- (২৪৪)]।

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাতের বেলায় এগারো রাকাআত নামাজ পড়তেন। প্রথমে চার রাকাআত

নামাজ পড়তেন। তাঁর নামাজ এত সুন্দর ও দীর্ঘ হতো যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই তুমি তাঁর নামাজের দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না। অতঃপর তিনি আবার চার রাকাত নামাজ পড়তেন। তাঁর নামাজ এত সুন্দর ও দীর্ঘ হতো যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই তুমি তাঁর নামাজের দীর্ঘতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না। এরপর তিনি তিন রাকাআত বেতরের নামাজ পড়তেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৪৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫- (৭৩৮)] ।

তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো রাতের বেলায় তেরো রাকাআত নামাজ পড়তেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬- (৭৩৮)]।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাতের বেলায় নামাজ পড়ার পরে বিশ্রামের জন্য মুয়াজ্জিন পুনরায় না আসা পর্যন্ত শুয়ে যেতেন। তারপর তিনি ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ হালকাভাবে পড়তেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১ - (৭৩৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজে পাঠ করতেন সূরা আল কাফিরুন এবং সূরা আল ইখলাস। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮ - (৭২৬)]।

আবার কখনো কখনো আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজ পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১২৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২- (৭৩৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মুয়াজ্জিনের আজান শ্রবণ করতেন, তখন তিনি তাই বলতেন, যা মুয়াজ্জিন বলতেন। তবে মুয়াজ্জিন যখন বলতেন:

«حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ».

অর্থ: "ফরজ নামাজ জামাআতের সহিত আদায় করার জন্য আগমন করুন! এবং দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ অর্জনের জন্য আগমন করুন"!

তখন তিনি বলতেন:

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া আমার কার্যসিদ্ধির বা অভিষ্টলাভের কোনো উপায় বা কৌশল নেই এবং কোনো শক্তিও নেই"। [সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং ২০৭৫ এবং সেই রূপ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২ - (৩৮৫)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আজান শ্রবণ করার সময়ে মুয়াজ্জিন যা বলবেন তাই যদি আন্তরিকতার সহিত পাঠ করে এবং মুয়াজ্জিন যখন বলবেন:

«حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ».

তখন যদি আন্তরিকতার সহিত পাঠ করে:

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

তাহলে সে ব্যক্তি পরমানন্দের ধাম জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২ - (৩৮৫)]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উপদেশ প্রদান করেছেন আজান শ্রবণ করার পর তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করার জন্য। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১ - (৩৮৪)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনার পর এই দোয়াটি পাঠ করবে:

«اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا اَلَّذِيْ وَعَدْتَهُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠাতব্য নামাজের সত্য অধিকারী। আপনি মুহাম্মাদকে প্রদান করুন আপনার অতি নিকটবর্তী জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং তাঁকে আরো অতি উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে আরশের উপরে সুপারিশ করার স্থানটিও প্রদান করুন, যেই স্থানটি তাঁকে প্রদান করার আপনি অঙ্গীকার করেছেন"। সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশের অধিকারী হয়ে যাবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৪]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন: "যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনার পর এই দোয়াটি পাঠ করবে:

«أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا».

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অব্যশই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর অতিশয় প্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল। প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদের প্রতি এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি আমি সন্তুষ্ট রয়েছি"।

তার সমস্ত ছোটো পাপ মার্জনা করে দেওয়া হবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩ - (৩৮৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে যখন মাসজিদের অভিমুখে গমন করতেন, তখন এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا، اَللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا». (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٩١ - (٧٦٣)).

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করুন, আমার জিহ্বাকে জ্যোতির্ময় করুন, আমার কর্ণকে জ্যোতির্ময় করুন, আমার চক্ষুকে জ্যোতির্ময় করুন, আমার পেছনের দিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার সামনের দিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার উপরের দিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার নীচের দিক জ্যোতির্ময় করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জ্যোতি প্রদান করুন"।[১] [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১ - (৭৬৩)]।

এই দোয়াটির ভাবার্থ হলো: মহান আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর কৃপায় আমার শরীরের উল্লিখিত অঙ্গ প্রতঙ্গে ও সর্বদিকে গৌরবময় সত্যের জ্যোতি পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হোক। আমার শরীরের উল্লিখিত অঙ্গ প্রতঙ্গে ও সর্বদিকে গৌরবময় সত্যের আলো পূর্ণরূপে বিকশিত হোক। আমার শরীরের উল্লিখিত অঙ্গ প্রতঙ্গে ও সর্বদিকে গৌরবময় সত্যের জয় হোক। সুতরাং আমি যেন সত্যের অনুসরণে ও সত্যের প্রচারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং আমি যেন সদাসর্বদা আমার অঙ্গ প্রতঙ্গকে সর্বদিকে স্থায়ীভাবে

১ আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবার এই দোয়াটি কখনো কখনো নামাজের মধ্যে অথবা সিজদার মধ্যে পাঠ করতেন। তবে এর শব্দগুলি একটু অন্যভাবে এসেছে নিম্নরূপে:

«اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا، وَأَمَامِيْ نُوْرًا، وَخَلْفِيْ نُوْرًا، وَفَوْقِيْ نُوْرًا، وَتَحْتِيْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا». (صحيح مسلم، رقم الحديث ١٨٧ - ٧٦٣).

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করুন, আমার কর্ণকে জ্যোতির্ময় করুন, আমার চক্ষুকে জ্যোতির্ময় করুন, আমার ডানদিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার বামদিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার সামনের দিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার পেছনের দিক জ্যোতির্ময় করুন, আমার উপরের দিক জ্যোতির্ময় করুন এবং আমার নীচের দিক জ্যোতির্ময় করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য জ্যোতি নির্ধারিত করুন"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৭ - (৭৬৩)]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

মঙ্গলময়, ন্যায়পরায়ণ, সত্যপরায়ণ এবং কল্যাণদায়ক হিসেবে বজায় ও অক্ষুন্ন রাখতে পারি। এর শক্তি ও সুযোগ যেন মহান আল্লাহ আমাকে প্রদান করেন, এটাই হলো আমার একান্ত প্রার্থনা।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন: "অন্ধকারে মাসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় অবস্থায় থাকার সুসংবাদ প্রদান করো"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৬১, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২২৩ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৭৮১, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব সহীহ (সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মাসজিদে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে ডান পা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করতেন। (মুসতাদরাক আলহাকিম ১/২১৮)

অতঃপর বলতেন:

«أَعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ». (سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٦٦، وصححه الألباني).

অর্থ: "আমি সেই মহান আল্লাহর নিকটে তাঁর পরম উদার চেহারার মাধ্যমে এবং তাঁর চির পরাক্রমশালী শক্তির মাধ্যমে অভিশপ্ত শয়তানের অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

এই বিষয়ে নিম্নরূপে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ: «**بِاسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ**»، وإِذَا خَرَجَ قَالَ: «**بِاسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ**

ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ». (سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٧٧١، واللفظ له، وجامع الترمذي، رقم الحديث ٣١٤).

অর্থ: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কন্যা ফাতেমা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মাসজিদে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন:

«بِاسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ علَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

অর্থ: "এই মাসজিদে আমি প্রবেশ করছি আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূলের প্রতি সর্বপ্রকারের শান্তি অবতীর্ণ হোক।

হে আমার প্রভু মহান আল্লাহ! আপনি আমার পাপগুলি ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজাগুলি খুলে দিন"।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মাসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন:

«بِاسْمِ اللَّهِ وَالسَّلامُ علَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

অর্থ: "এই মাসজিদ থেকে আমি বের হচ্ছি আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূলের প্রতি সর্বপ্রকারের শান্তি অবতীর্ণ হোক।

হে আমার প্রভু মহান আল্লাহ! আপনি আমার পাপগুলি ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার মঙ্গলের দরজাগুলি খুলে দিন"। [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩১৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ে এই দোয়াটিও পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন:

«اَللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيْمِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা করুন"। [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৭৭৩, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নামাজ পড়ার পদ্ধতি

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জন্য নামাজ ছিলো চক্ষু শীতল করার আরামদায়ক বস্তু, শান্তিদায়ক জিনিস এবং ক্লান্তিনাশক অতি মূল্যবান রত্ন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩১৯, ৪৯৮৫, ৪৯৮৬ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৩৯৩৯, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) ও হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাতের বেলায় যখন তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য উঠতেন, তখন দাঁতনের দ্বারা তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৩৬]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুতরার সামনে নামাজ পড়তেন। এবং কখনো কখনো তিনি তাঁর সামনে সুতরার মতো করে কোনো বল্লম বা বর্শা গেড়ে দিতেন।[১] [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৬, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৮, ৪৯৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫-(৫০১), ২৪৯- (৫০৩)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

১ আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সুতরা ছাড়াও নামাজ পড়েছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৬, ৪৯৩, ৮৬১]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

বলেছেন: "যখন তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়বে, তখন যেন সে তার সামনের দিক দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে যেতে না দেয়। বরং যথাসাধ্য সে যেন তাকে বাধা দেয়"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৯- (৫০৫), ২৬০ - (৫০৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের জন্য কেবলাকে সামনে করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০০, ১০৯৯, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭২৬ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮০৩, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করতেন আর কানের লতি পর্যন্ত বা কাঁধ বরাবর দুই হাত উত্তোলন করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৮৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩- (৩৯০), ২৫- (৩৯১), ২৬- (৩৯১) এবং ২৮- (৩৯২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজ শুরু করার সময়ে নিজের দুই হাত যখন কানের লতি পর্যন্ত বা কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, তখন তিনি নিজের হাতের আঙ্গুলগুলিকে প্রসারিত করে কেবলামুখী করতেন।

তারপর তিনি নিজের বাঁ হাতের উপরে ডান হাতের তালু রাখতেন বুকের উপরে। [সহীহ ইবনু খোজাইমা, হাদীস নং ৪৬১]।

এবং নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সিজদার স্থান থেকে দৃষ্টি সরাতেন না।[১] [ইমাম বাইহাকী এবং ইমাম আলহাকিম বর্ণনা করেছেন, আল্লামা

১ তবে নামাজের মধ্যে তাশাহুদের বৈঠকে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দৃষ্টি রাখতেন তর্জনী আঙ্গুলের প্রতি। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৯০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) ও সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মধ্যবর্তী আঙ্গুলকে তর্জনী আঙ্গুল বলা হয়। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের শুরুতে এই দেয়াটি পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمغربِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার পাপগুলির মধ্যে এমনভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমনভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত পাপ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭ - (৫৯৮), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।[১]

এরপরে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর নিকটে অভিশপ্ত শয়তানের অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এই দেয়াটি বলতেন:

---

১ আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো কোনো সময়ে নামাজের শুরুতে এই দেয়াটি পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি এবং এই পবিত্রতা ঘোষণা করি আপনার প্রশংসার সহিত, আপনার নাম বড়োই কল্যাণদায়ক, আপনার মহত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৭৬, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৩, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৯৯ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮০৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।
উক্ত দোয়াটি ওমার ইবনুল খাত্তাব [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২ - (৩৯৯)]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

«أَعُوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ».

অর্থ: "আমি অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা, অহংকার এবং তার ভীষণ প্রবঞ্চনার পদ্য হতে সেই মহান আল্লাহর নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করি, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৭৫, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪২ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮০৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ ও জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিঃশব্দে পাঠ করতেন:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾.

অর্থ: "আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু"।

তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩, ৫০৪৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০- (৩৯৯), ৫২- (৩৯৯) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০০১]।

তবে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সূরা ফাতিহার একটি একটি করে আয়াত ধীরে ধীরে বা আস্তে আস্তে ও প্রশান্তভাবে পরিষ্কার করে ও স্পষ্টভাবে পাঠ করতেন। সুতরাং বলতেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

অর্থ: "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা"।

তারপর থেমে যেতেন এবং বলতেন:

﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾.

অর্থ: "যিনি অনন্ত করুণাময় ও পরম দয়ালু"।

অতঃপর থেমে যেতেন এবং বলতেন:

﴿ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ﴾.

অর্থ: "যিনি বিচার দিনের মালিক"। এইভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০০১ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯২৭, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

এইভাবে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সূরা ফাতিহা শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। এবং সমস্ত আয়াতের শেষে থেমে যেতেন। একটি আয়াত অন্য আয়াতের সাথে সংযুক্ত করতেন না। একটি একটি করে আয়াত আস্তে আস্তে ও প্রশান্তভাবে ধীরে ধীরে টেনে টেনে পরিষ্কার করে পাঠ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৪৫ এবং ৫০৪৬]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সূরা ফাতিহা পাঠ করার শেষে সশব্দে উচ্চারণ করতেন আমীন (آمِيْنَ)।

অর্থ: "হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করুন"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৩২, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৭৯ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮৫৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "নামাজের মধ্যে যে ব্যক্তির আমীন বলা ফিরিশতাগণের আমীন বলার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হবে, সে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত ছোটো ছোটো পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮১, ৪৪৭৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২- (৪১০), ৭৪ - (৪১০)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের মধ্যে প্রথমে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৯, ৭৬২, ৭৭৬, ৭৭৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৪ - (৪৫১), ১৫৫ - (৪৫১), ২৪০- (৪৯৮)]।

তিনি সূরা ফাতিহার পরে ফজরের ফরজ নামাজে তিওয়াল মুফাস্সাল থেকে (সূরা কাফ থেকে সূরা আল মুরসালাত পর্যন্ত) যে কোনো সূরা পাঠ করতেন। এবং তাতে ষাট থেকে একশত পর্যন্ত আয়াত পাঠ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭২- (৪৬১)]।

আবার কোনো কোনো সময়ে তিনি ফজরের ফরজ নামাজে মুফাস্সাল সূরা বাদে অন্য কোনো বড়ো সূরা পাঠ করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩- (৪৫৫)]।

তবে শুক্রবারে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফজরের ফরজ নামাজের প্রথম রাকাআতে সূরা আস্সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা আদ্দাহর পাঠ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৯১, ১০৬৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬- (৮৮০)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জোহরের ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাআতের প্রত্যেক রাকাআতে ত্রিশটি করে আয়াত পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাকাআতের প্রত্যেক রাকাআতে পনেরোটি করে আয়াত পাঠ করতেন।

এবং আসরের ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাআতের প্রত্যেক রাকাআতে তিনি পনেরোটি করে আয়াত পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাকাআতের প্রত্যেক রাকাআতে এর অর্ধেক পরিমাণ আয়াত পাঠ করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৭- (৪৫২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

কদাচিৎ জোহর এবং আসরের ফরজ নামাজের শেষের দুই রাকাআতের প্রত্যেক রাকাআতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৫- (৪৫১)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জোহর এবং আসরের ফরজ নামাজের মধ্যেও কখনো কখনো একটি একটি করে আয়াত সশব্দে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে শুনাতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৯, ৭৬২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৪- (৪৫১)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাগরিবের নামাজে কখনো কখনো কিসার মুফাস্সাল (সূরা আদ্দুহা থেকে সূরা আন্নাস পর্যন্ত) এর সূরার মধ্যে থেকে কোনো কোনো সূরা পাঠ করতেন। [সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৯৮২, ৯৮৩, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ সঠিক বলেছেন]।

আবার আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাগরিবের নামাজে কখনো কখনো সূরা আল আরাফ এবং সূরা আত্তুর ইত্যাদি পাঠ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩- (৪৬২), ১৭৪- (৪৬৩), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮১২ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৯৯০ এবং ৯৯১]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এশার নামাজে ওয়াসাত মুফাস্সাল (সূরা নাবা থেকে সূরা আদ্দুহা পর্যন্ত) এর সূরার মধ্যে থেকে কোনো কোনো সূরা পাঠ করতেন। [সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৯৮২, ৯৮৩, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ সঠিক বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নামাজে পবিত্র কুরআন থেকে নির্দিষ্ট কোনো সূরা বা কতকগুলি আয়াত পাঠ করা শেষ করতেন, তখন দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং আল্লাহু

আকবার বলে রুকু করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫, ৭৬২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১- (৩৯০), ২২- (৩৯০)]।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নামাজে রুকু করতেন, তখন তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখতেন। এবং তিনি যেন তাঁর দুই হাঁটুকে মজবুত করে ধরে রাখতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২৮, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৩৪ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নামাজে রুকু করতেন, তখন তাঁর দুই কনুইকে পার্শ্বদেশ বা পাঁজর হতে পৃথক রাখতেন আর তিনি নিজের পিঠকে সোজা ও প্রসারিত করে রাখতেন।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৩৪ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন। আর সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২৮]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নামাজে রুকু করতেন, তখন তিনি তাঁর মাথা উপরে উঠিয়েও রাখতেন না এবং নীচে ঝুঁকিয়েও রাখতেন না, তবে এর মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০- (৪৯৮)]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের রুকুতে তিনবার পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ».

অর্থ: "আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি"। [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮৮৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

তবে কখনো কখনো আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের রুকুতে তিনবারের অধিক পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ».

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩- (৭৭২)]।

আবার কখনো কখনো আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের রুকু ও সিজদার অবস্থায় পাঠ করতেন:

«سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি অতি নিরঞ্জন, পরম পবিত্র, আপনি ফেরেশতাগণ ও জিবরীল এর প্রকৃত প্রভু"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩ -(৪৮৭)]।

নিম্নের তাসবীহটিও আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের রুকু ও সিজদার অবস্থায় একাধিকবার পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আপনারই কৃপায় ও সাহায্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৪, ৮১৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৭- (৪৮৪)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«أَلَا وَإِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا؛ فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ». (صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٠٧ – (٤٧٩)).

অর্থ: "তোমরা জেনে রাখো! আমাকে রুকু বা সিজদার অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকুতে পরাক্রমশালী মহান প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা করো। আর সিজদার অবস্থায় তোমরা দোয়া করার প্রতি সচেষ্ট হও। যেহেতু এই অবস্থাটি হলো দোয়া গৃহীত হওয়ার উপযোগী অবস্থা"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৭ -(৪৭৯)]।

তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রুকু থেকে উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন:

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন"।

এবং দুই হাত কান বা কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন[১] আর দণ্ডায়মান অবস্থায় বলতেন:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

---

১ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] বলেছিলেন:
«أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَصَلَّى؛ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ». (جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٥٧، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حديث حسن، وصححه ابن حزم والألباني).
অর্থ: আমি কী তোমাদেরকে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিয়ম মোতাবেক নামাজ পড়ে দেখাবো না? তাই তিনি নামাজ পড়লেন, কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার সময়ে একবার মাত্র হাত উত্তোলন করা ছাড়া নামাজের মধ্যে আর কোনো স্থানে তিনি হাত উত্তোলন করেননি।
[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৭, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা ইবনু হাজম এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। তাই কোনো ব্যক্তি যদি তাকবীরে তাহরীমার সময়ে একবার মাত্র হাত উত্তোলন করা ছাড়া নামাজের মধ্যে আর কোনো স্থানে হাত উত্তোলন না করেন, তাহলে তার সাথে আচরণ খারাপ করার কোনো সুযোগ নেই। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৫, ৭৩৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২- (৩৯০), ২৫- (৩৯১), ২৮- (৩৯২)]।

আবার কখনো কখনো বলতেন:

«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮৯]।

অথবা বলতেন:

«اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি। আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৫]।

আবার এই দোয়াটি এইভাবে বলারও কথা এসেছে:

«اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৬, ৩২২৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১ - (৪০৯)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন:

«إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (صحيح البخاري، رقم الحديث ٧٩٦، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧١ – (٤٠٩)،).

অর্থ: ইমাম যখন নামাজের অবস্থায় বলবেন:

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন"।

তখন তোমরাও নামাজের অবস্থায় বলবে:

«اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা"।

যেহেতু যে ব্যক্তির

«اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

উচ্চারণ করা ফিরিশতাগণের

«اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হবে, সে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত ছোটো ছোটো পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১ -(৪০৯)]।

এরপর এই বিষয়ে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো একটি দোয়া নিম্নরূপে সমর্থন করেছেন:

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একদা রুকু থেকে যখন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন:

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন"।

তখন তাঁর পেছনে একটি লোক বলেছিলেন:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ».

অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনার জন্য অনেক অনেক পবিত্র কল্যাণময় প্রশংসা নির্ধারিত রয়েছে"।

নামাজ শেষ করার পর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছিলেন: "উল্লিখিত বাক্যটি কে উচ্চারণ করলো? লোকটি বলেছিলেন: উল্লিখিত বাক্যটি আমি উচ্চারণ করেছি। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছিলেন: "আমি দেখলাম ত্রিশ জনের বেশি ফেরেশতা সেই পবিত্র বাক্যটি অবিলম্বে সর্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি করছেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৯]।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো রুকু থেকে উঠে দাঁড়াতেন এবং নিম্নের শব্দগুলি পাঠ করতেন:

«سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَواتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা গ্রহণ করেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আনুগত্য করেছি। আপনার জন্যই এমন অসংখ্য অগণিত প্রশংসা করি, যা সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিপূর্ণ করতে পারে এবং এই অসংখ্য অগণিত প্রশংসা ব্যতীত আরো বেহিসাব প্রশংসা করি, যা আপনার ইচ্ছামতো আরো সবকিছুকে পরিপূর্ণ করতে পারে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২ -(৪৭৬)]।

তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করার জন্য ঝুকে পড়তেন এবং সিজদা করার সময়ে নিজের নাক ও কপাল জমিনের উপরে ভালোভাবে স্থাপিত করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৮৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮ -(৩৯২) এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৭০, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিজদা করার সময়ে নিজের দুই হাতের দুই তালুর উপরে ভর দিতেন, দুই হাতের দুই তালু প্রসারিত করতেন, দুই হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে রাখতেন এবং কিবলামুখী করে রাখতেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৩২, ইমাম ইবনু হিব্বান এবং ইমাম আলহাকিম] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিজদা করার সময়ে নিজের দুই হাতের তালু দুই কাঁধের সামনে রাখতেন অথবা দুই কানের সামনে রাখতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪ -(৪০১), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭২৩, ৭৩৪, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৭০ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১১০২, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিজদা করার সময়ে নিজের দুই হাঁটু জমিনের উপরে ভালোভাবে স্থাপিত করতেন এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতেন। [ইমাম বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২৮] ।

তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিজদা করার সময়ে তাঁর উরু এবং জাঙ্গের মধ্যে ফাঁকা রাখতেন, তাঁর উরু এবং পেটের মধ্যেও ফাঁকা রাখতেন আর তাঁর দুই

বাহুর মধ্যে এবং দুই পার্শ্বদেশ বা পাঁজরের মধ্যেও ফাঁকা রাখতেন। তাই তাঁর বগলের উজ্জ্বল শুভ্রতা উদ্ভাসিত হতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯০, ৮০৭, ৩৫৬৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫ -(৪৯৫), ২৩৬ -(৪৯৫), ২৩৭ -(৪৯৬), ২৩৮ -(৪৯৭) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৩৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী সুনান আবু দাউদ এর হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]।

এরপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের সিজদাতে তিনবার পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

অর্থ: "আমি আমার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করি"। [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮৮৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

তবে কখনো কখনো আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের সিজদাতে তিনবারের অধিক পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى».

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৩- (৭৭২)]।

আবার কখনো কখনো আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের রুকু ও সিজদার অবস্থায় পাঠ করতেন:

«سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি অতি নিরঞ্জন, পরম পবিত্র, আপনি ফেরেশতাগণ ও জিবরীল এর প্রকৃত প্রভু"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩ - (৪৮৭)]।

নিম্নের তাসবীহটিও আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের রুকু ও সিজদার অবস্থায় একাধিকবার পাঠ করতেন:

«سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি আপনারই কৃপায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯৪, ৮১৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৬ - (৪৮৪)]।

আবার আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের সিজদার অবস্থায় নিম্নের দোয়াটিও কখনো কখনো পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত পাপ মার্জনা করুন। সে সমস্ত পাপ কম হোক আর বেশি হোক, প্রথম হোক আর শেষ হোক এবং প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৭ - (৪৮৩)]।

আবার আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাতের নামাজে সিজদার অবস্থায় নিম্নের দোয়াটিও কখনো কখনো পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সিজদা করেছি, আপনার প্রতি আমার অন্তরে ঈমান স্থাপন করেছি, আপনার কাছেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় পতিত সেই মহান সত্তার জন্য; যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং রূপদান করেছেন আর তার কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ অত্যন্ত কল্যাণদায়ক"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০১ -(৭৭১)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

রাতে বেতরের নামাজে সিজদার অবস্থায় নিম্নের দোয়টিও মাঝে মাঝে পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার সন্তোষের দ্বারা আপনার ক্রোধ থেকে, আপনার নিরাপত্তার দ্বারা আপনার শাস্তি থেকে এবং আপনার পবিত্র সত্তার দ্বারা আপনার কোপ থেকে। আপনার প্রশংসা গনণা করতে আমি অপারগ। আপনি ঠিক সেই রকম প্রশংসা ও স্তুতির অধিকারী যেই রকমভাবে আপনি নিজের প্রশংসা ও স্তুতির বর্ণনা করেছেন"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২ - (৪৮৬), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪২৭, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৬৬, হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলআলবাণীও এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "সিজদা করার সময়ে মানুষ মহান আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা এই সময়ে অধিক প্রার্থনায় সক্রিয় থাকবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫ -(৪৮২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপরে সঠিকভাবে বসতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এবং পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কেবলামুখী করে রাখতেন। আর দুই হাত হাঁটু অথবা উরুর উপরে রাখতেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৩০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন, ইরওয়ায়ুল গালীল ৩১৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১২ -(৫৭৯), ১১৪ -(৫৮০), ১১৬ -(৫৮০)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাত্রিকালের নামাজে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি করুণা করুন! আমার অভাব দূর করে আমাকে সুখদায়ক জীবনযাপন করার সঠিক উপাদান প্রদান করুন! আমাকে সুস্থতা প্রদান করুন এবং আমাকে দুনিয়া ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন!

[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৮, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫০, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব (এক পন্থায় বর্ণিত) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী সুনান ইবনু মাজাহ এবং জামে তিরমিযীর হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসার অবস্থায় এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي».

অর্থ: "হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"! [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৭, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৭৪, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১১৪৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন। তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে লম্বা সময় ধরে বসতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২০, ৮২১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩ - (৪৭১), ১৯৫ - (৪৭২)]।

অতঃপর তিনি প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করতেন এবং তাতে তিনি তাই করতেন যা প্রথম সিজদায় করতেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দণ্ডায়মান হতেন।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরু বা ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মধ্যবর্তী তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন কেবলার দিকে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১২ -(৫৭৯), ১১৩ -(৫৭৯), ১১৪ -(৫৮০), ১১৫ -(৫৮০), ১১৬ -(৫৮০) এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১১৬০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরু বা ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মধ্যবর্তী তর্জনী আঙ্গুলটি চালনা করতেন বা নাড়াচাড়া করতেন। এবং সেই তর্জনী আঙ্গুলটির প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। [সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৮৯, ১২৭৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী প্রথম হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন তর্জনী আঙ্গুলটি ছাড়া সমস্ত আঙ্গুল গুটিয়ে বন্ধ করে রাখতেন। অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙুলের দ্বারা বৃত্তাকার বা গোলাকার করে রাখতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬ -(৫৮০), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৮৭ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১২৬৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন বাম হাত বাম উরু বা বাম হাঁটুর

উপরে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসারিত করে রাখতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪ -(৫৮০), জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৪ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১২৬৯, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাশাহহুদের বৈঠকে বিভিন্ন প্রকারের দোয়া পাঠ করতেন। সেই সব দোয়ার মধ্যে থেকে নিম্নের দোয়টি উল্লেখযোগ্য:

«اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ».

অর্থ: "যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসহ সকল প্রকারের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব মহান আল্লাহর জন্য। হে সুপ্রিয় নাবী! আপনার জন্য আল্লাহর শান্তি, করুণা ও কল্যাণ নির্ধারিত হোক। আর আমাদের জন্য এবং আল্লাহর সমস্ত ন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্যও শান্তি নির্ধারিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর সুপ্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ রাসূল"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২০২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫ - (৪০২), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর প্রতি দরুদ পাঠ করার জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। তবে দরুদ পাঠ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের বাক্য বর্ণিত হয়েছে। সেই সব বাক্যের মধ্যে থেকে নিম্নের বাক্যটি উল্লেখযোগ্য:

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ».

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে এমনভাবে সম্মানিত করুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে সম্মানিত করেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহামহিমান্বিত।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, সে মর্যাদা এমনভাবে বলবৎ রাখুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের মর্যাদা বলবৎ রেখেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহামহিমান্বিত। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬ - (৪০৬), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

অতঃপর যখন আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুই রাকাআত নামাজ শেষ করে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত উত্তোলন করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৯]।

তারপর যখন তিনি শেষ তাশাহহুদের বৈঠকে বসতেন, তখন তিনি তাই করতেন যা প্রথম তাশাহহুদের বৈঠকে করতেন। তবে শেষ তাশাহহুদের জন্য যখন তিনি বসতেন, তখন বাম পা ডান পায়ের নীচের দিক দিয়ে বের করতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন।[১] [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১২ - (৫৭৯) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৩০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

১ তবে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো বাম পা বিছিয়ে তার উপরে বসতেন আর ডান পা খাড়া করে রাখতেন। এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কতকগুলি সাধারণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [দেখতে পারা যায়: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০ - (৪৯৮), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯২, ২৯৩ সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৮৯৯ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮০৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। সুতরাং নামাজের মধ্যে উল্লিখিত দুই পদ্ধতিতে বসা বৈধ। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে থেকে যখন কোনো ব্যক্তি নামাজের তাশাহহুদ পড়া শেষ করবে, তখন যেন সে চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এই দোয়টি পাঠ করে:

«اَللَّهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের শাস্তি হতে, কবরের শাস্তি হতে, জীবন ও মরণের অমঙ্গল হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অমঙ্গলজনক পরীক্ষা হতে”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮-(৫৮৮) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৭, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: এরপর নিজের মঙ্গলের জন্য নিজের ইচ্ছামতো দোয়া করবে। [দেখুন সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৩১০, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ সঠিক বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু বাকর সিদ্দীক [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে নামাজের মধ্যে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ».

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার প্রতি অনেক অন্যায় করে পাপ করেছি। আর আপনি ছাড়া কোনো পাপ কেউ মার্জনা করার নেই। সুতরাং

আপনি আমাকে মার্জনা করে দিন এবং আমার প্রতি আপনি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল দয়ালু"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮-(২৭০৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নের দোয়াটি নামাজের শেষাংশে পাঠ করার জন্য মোয়াজ বিন জাবাল [রাদিয়াল্লাহ আনহু] কে উপদেশ প্রদান করেছিলেন:

«اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার ধ্যানে নিমগ্ন থাকার প্রতি সাহায্য করুন। আপনার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি সাহায্য করুন। এবং সুন্দরভাবে আপনার উপাসনা করার প্রতি সাহায্য করুন"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২২ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৩০৩, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাশাহহুদের বৈঠকে বসে শেষাংশে সালাম ফিরানোর পূর্বে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার আগের ও পরের সব গোপন ও প্রকাশ্য পাপ ক্ষমা করুন এবং ক্ষমা করুন আমার সেই সব পাপ, যে সব পাপে আমি সীমা অতিক্রম করেছি। আর আমার সেই সব পাপও ক্ষমা করুন, যে সব পাপের বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। আপনি যাকে ইচ্ছা উচ্চস্তরের মর্যাদা প্রদান করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি নিম্নস্তরের স্থান প্রদান করে থাকেন। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০১ -(৭৭১)]।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাঁর ডান দিকে বলতেন:

«اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"

অর্থ: "মহান আল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করুন। এবং আপনাদের জন্য সর্ব প্রকারের শান্তি ও আল্লাহর করুণা নির্ধারিত হোক"।

তখন তাঁর ডান কপোলের বা গালের ঔজ্জ্বল্যময় ঝকঝকে শুভ্রতা দেখা যেতো।

এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন তাঁর বাম দিকে বলতেন:

«اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ».

"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ"

অর্থ: "মহান আল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে রক্ষা করুন। এবং আপনাদের জন্য সর্ব প্রকারের শান্তি ও আল্লাহর করুণা নির্ধারিত হোক"।

তখন তাঁর বাম কপোলের বা গালের ঔজ্জ্বল্যময় ঝকঝকে শুভ্রতা দেখা যেতো। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৯ -(৫৮২) সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৯৯৬ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফরজ নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর পর তিনবার পাঠ করতেন:

«أَسْتَغْفِرُ اللهَ».

অর্থ: "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি"।

তারপর বলতেন:

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি প্রশান্তি দাতা আর আপনার কাছেই রয়েছে সকল প্রকারের শান্তি, আপনি অধিকতর কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান এবং মহানুভব মহামহিমান্বিত"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৫ - (৫৯১)]।

অতঃপর বলতেন:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

অর্থ "এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আর তিনিই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করেন তা রোধ করাব কেউ নেই। আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক সৎকর্ম ছাড়া সম্পদশালীর সম্পদ কোনো উপকারে আসবে না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭ -(৫৯৩) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে]।

তারপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলতেন:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ».

অর্থ: “এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং শরীকবিহীন, সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া আমার কার্যসিদ্ধির বা অভিষ্টলাভের সঠিক কোনো উপায় বা কৌশল নেই এবং প্রকৃত কোনো শক্তিও নেই। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। আমরা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করি। সমস্ত অনুগ্রহ তাঁরই, আর সমস্ত করুণাও তাঁরই এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমরা একনিষ্ঠতার সহিত একমাত্র তাঁরই উপাসনা করি। যদিও অমুসলিমদের নিকটে এটা অপছন্দনীয় বিষয় [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯-(৫৯৪)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের সালাম ফিরানোর পর নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতেন:

«رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».

অর্থ: “হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পরিত্রাণ দান করুন সেই পরকালের মহা দিবসের শাস্তি থেকে, যে মহা দিবসে আপনি আপনার সৃষ্টি জগতের সমস্ত মানব সমাজকে পুনরুত্থিত করবেন”। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬২-(৭০৯)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

“যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের শেষে “সুবহানাল্লাহ” ৩৩ বার (আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি) “আলহামদুলিল্লাহ” ৩৩ বার (সকল প্রশংসা আল্লাহর) “আল্লাহু আকবার” ৩৩ বার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ও সর্বশ্রেষ্ঠ) পাঠ করবে এবং একশত পূর্ণ করার জন্য নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে:

«لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

অর্থ: “এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও

অদ্বিতীয় এবং শরীকবিহীন, সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান"।

সে ব্যক্তির ওই সমস্ত পাপ মার্জনা করা হবে, যে সমস্ত পাপের যোগাযোগ রয়েছে ছোটো পাপের সাথে এবং মহান আল্লাহর অধিকারের সাথে। যদিও সেই সমস্ত পাপ সমুদ্রের ফেনার মতো অগণিত হয়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬ -(৫৯৭)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফরজ নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর পর সশব্দে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং বিভিন্ন প্রকারের জিকির পাঠ করতেন। আর তিনি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনার জন্য নিজের হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২ - (৮৮৩), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫০২ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪১১, ৩৪৮৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার মরণ ছাড়া তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে আর কিছুই বাধা দিতে পারবে না"। [সহীহ জামে, হাদীস নং ৬৪৬৪ আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফরজ নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর পর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পাঠ করার উপদেশ প্রদান করেছেন।[১]

১ আলমুয়াওয়িজাত বলতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস বুঝানো হয়। [দেখতে পারা যায়: আল্লামা ইবনু হাজারের ফাতহুল বারী, সহীহ বুখারীর ৫৭৩৫ নং হাদীসের ব্যাখ্যা। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২৩ আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফজরের ফরজ নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর পর নিম্নের দোয়টি পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কল্যাণদায়ক জ্ঞান, বৈধ ও পবিত্র জীবিকা এবং আপনার নিকটে গ্রহণযোগ্য কর্ম ও উপাসনা করার শক্তি প্রার্থনা করি"। [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৯২৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাজের সালাম ফিরানোর পর নামাজের জন্য বসার মতোই বসে থাকা অবস্থায় দশ বার পাঠ করবে:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সর্বময় ক্ষমতা ও প্রকৃত রাজত্ব এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।

তার জন্য দশটি পুণ্য লিখা হবে, দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি উচ্চ মর্যাদা তাকে প্রদান করা হবে। আর সেই দিন সে সর্ব প্রকারের অমঙ্গল হতে সংরক্ষিত থাকবে এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে এবং মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করার পাপ ছাড়া কোনো পাপ তাকে

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারবে না"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৪, ৩৫৩৪, ইমাম তিরমিযী ৩৪৭৪ নং হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী ৩৫৩৪ নং হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামাজের প্রতি সদাসর্বদা অতি যত্নবান থাকতেন। এবং তিনি বলেছেন: "মহান আল্লাহ তাঁর মানব সমাজের উপর দিনরাতে পাঁচ বারের নামাজ ফরজ বা অপরিহার্য করে দিয়েছেন"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪২০, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪৬১ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৪০১, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "দিনরাতে পাঁচ বার নামাজ প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সমস্ত ছোটো পাপ এবং মহান আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত ছোটো পাপ দূরীভূত করেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৩ - (৬৬৭)]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ؛ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً».

অর্থ: "যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য ফরজ নামাজের সময় উপস্থিত হয়ে যাবে অতঃপর সে পরিপূর্ণভাবে ও সুন্দররূপে ওজু করবে এবং উত্তমরূপে নামাজ পড়বে এবং খুব ভালোভাবে রুকু করবে, তখন তার নামাজ পূর্বের সমস্ত ছোটো পাপ এবং মহান আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত ছোটো পাপ মার্জিত করা হবে, যদি সে মহা পাপে নিমজ্জিত না হয়ে থাকে। আর এই রকম সুযোগ সারা জীবন সদাসর্বদা তাকে প্রদান করা হয়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭-(২২৮)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করবে, সে ব্যক্তি একজন অমুসলিম হয়ে যাবে"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২১, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪৬৩ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১০৭৯, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ এবং গারীব (এক পন্থায় বর্ণিত) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জামাআতের সহিত নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন:

«صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ؛ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاة». (صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٤٧، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٤٥ – (٦٤٩)).

অর্থ: "কোনো ব্যক্তির বাড়িতে এবং বাজারের বা হাটের দোকান ঘরে নামাজ পড়ার পুণ্য লাভের চেয়ে জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার পুণ্য লাভ হবে পঁচিশ গুণ বেশি। এর কারণ হলো এই যে, সে যখন উত্তমরূপে ওজু করবে, অতঃপর একমাত্র নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মাসজিদের অভিমুখে রওনা হবে, তখন তাকে তার প্রত্যেক ধাপের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছে পুণ্যকর্মের একটি মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হবে এবং তার একটি পাপ মার্জনা করা হবে। তারপর সে যখন নামাজ সম্পূর্ণরূপে পড়ে নিবে, তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে মহান আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করবেন: হে আল্লাহ! আপনি তাকে মার্জনা করুন এবং তার প্রতি কৃপা করুন। আর তোমাদের মধ্যে থেকে যখন কোনো ব্যক্তি নামাজ পড়ার

অপেক্ষায় থাকবে, তখন সে নামাজ পড়ার কর্মেই নিযুক্ত আছে বলেই পরিগণিত হবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫-(৬৪৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

যারা জামাআতের সহিত নামাজ পড়তে উপস্থিত হতো না, আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাদের ঘরবাড়িকে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫১ - (৬৫১), ২৫২ - (৬৫১), ২৫৪ - (৬৫২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি জামাতের সহিত এশার নামাজ পড়বে, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত ইবাদত বা উপাসনাতেই রতো থাকা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সহিত পড়বে, সে যেন সারা রাত নামাজ পড়াতেই রতো থাকা হিসেবে বিবেচিত হবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০ - (৬৫৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামাজ সঠিকভাবে পড়বে, সে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করতে পারবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫ - (৬৩৫)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফরজ নামাজের পূর্বে ও পরের সুন্নাত নামাজগুলি যত্নসহকারে পড়তেন। তাই আব্দুল্লাহ বিন ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছ থেকে দশ রাকাআত সুন্নাত নামাজের বিবরণ স্মরণ রেখেছি। আর তা হলো: জোহরের ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাআত ও পরে দুই রাকাআত, মাগরিবের ফরজ নামাজের পরে বাড়িতে দুই রাকাআত, এশার ফরজ নামাজের পরে

বাড়িতে দুই রাকাআত এবং ফজরের ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাকাআত। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪ - (৭২৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জোহরের ফরজ নামাজের পূর্বে কখনো কখনো চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ পড়তেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫ - (৭৩০)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মাগরিবের ফরজ নামাজের পরে দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজের মধ্যে পাঠ করতেন সূরা আল কাফিরুন এবং সূরা আল ইখলাস। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪১৭, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৯৯২, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত নামাজে পাঠ করতেন সূরা আল কাফিরুন এবং সূরা আল ইখলাস। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৮ - (৭২৬)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতের প্রথম রাকাআতে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন:

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা বলো: আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এর সাথে সাথে যা মুসা, ঈসা এবং আরো অন্যান্য বার্তাবহ নাবীকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, তার সবকিছুরই প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা আল্লাহর বার্তাবহ নাবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁকেই মেনে চলার জন্য"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৩৬)।

এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতের দ্বিতীয় রাকাআতে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন:

﴿فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢].

ভাবার্থের অনুবাদ: "বানি ইসরাইল সম্প্রদায় আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। এই বিষয়টি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ঈসা যখন জানতে পেরেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: আল্লাহর ধর্মের সংরক্ষণের জন্য আমাকে কে কে সাহায্য করবে? সত্যনিষ্ঠ হাওয়ারীগণ বলেছিলেন: আমরাই আল্লাহর ধর্মের সংরক্ষণের জন্য আপনাকে সাহায্য করবো। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আপনি এই বিষয়ে সাক্ষী থাকুন। আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁকেই মেনে চলার জন্য"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৫২)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৯ - (৭২৭)] ।

আবার আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতের প্রথম রাকাআতে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন:

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম সমাজ! তোমরা বলো: আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এর সাথে সাথে যা মুসা, ঈসা এবং আরো অন্যান্য বার্তাবহ নাবীকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু প্রদান করা হয়েছে, তার সবকিছুরই প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা আল্লাহর বার্তাবহ নাবীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁকেই মেনে চলার জন্য"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৩৬)।

এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো কখনো ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাতের দ্বিতীয় রাকাআতে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতেন:

﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: হে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ! আপনাদের জন্য এবং আমাদের জন্য একটি ন্যায়বিচারের স্পষ্ট বার্তা আছে। সেই বার্তাটির দিকে আপনারা আসুন! আর সেই বার্তাটি হলো এই যে, আমরা এবং আপনারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করবো,

কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা করবো, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপাসনা করবো না এবং তাঁর কোনো অংশীদার স্থাপন করবো না। আর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা একে অপরকে প্রতিপালক বা প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না।

এরপর যদি তারা এই পবিত্র আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তাদেরকে তোমরা সুস্পষ্টভাবে বলে দাও: তোমরা সাক্ষী থাকো, অবশ্যই আমরা সত্য উপাস্য সর্বজীব ও জগতের একমাত্র প্রভু মহান আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তাঁকেই মেনে চলার জন্য"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৬৪)। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০ - (৭২৭)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পূর্বাহ্নের বা চাশতের চার রাকাআত নামাজ পড়তেন এবং আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক তিনি পূর্বাহ্নের বা চাশতের নামাজ চার রাকাআতেরও বেশি পড়তেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯ -(৭১৯)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু হুরায়রা [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে পূর্বাহ্নের বা চাশতের দুই রাকাআত নামাজ পড়ার উপদেশ প্রদান করেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৮১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৫ - (৭২১)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "মানুষের শরীরের অঙ্গের হাড়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকদিন সদকা করার সমতুল্য পুণ্য লাভ হয় পূর্বাহ্নের বা চাশতের দুই রাকাআত নামাজ পড়ার মাধ্যমে"। এর অর্থ হলো এই যে, মানুষের শরীরের অঙ্গের তিনশত ষাটটি হাড়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকদিন তিনশত ষাটটি করে সদকা করার সমতুল্য পুণ্য লাভ হয় পূর্বাহ্নের বা চাশতের দুই রাকাআত নামাজ পড়ার মাধ্যমে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৪ -(৭২০) এবং ৫৪- (১০০৭)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আসরের ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ পড়তেন। আর প্রত্যেক দুই রাকাআত নামাজকে পৃথক করে পড়তেন।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪২৯, ৫৯৮, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "মহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি করুণা করুন, যে ব্যক্তি আসরের ফরজ নামাজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাত নামাজ পড়বে"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৭১ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৩০, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
এর সকাল সন্ধ্যায় পঠনীয় দোয়া ও জিকির

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফজরের ফরজ নামাজ পড়ার পর সেই স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে মহান আল্লাহর জিকির করতেন, যে স্থানে তিনি ফজরের ফরজ নামাজ পড়তেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬ -(৬৭০) এবং ২৮৭ - (৬৭০)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সকালে উপনীত হতেন, তখন বলতেন:

«اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ».

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমরা আপনার অনুগ্রহ ও সুরক্ষায় প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি, আমরা আপনার অনুগ্রহ ও সুরক্ষায় সায়ংকালে উপনীত হয়েছি, আমরা আপনার নামের সহিত জীবনযাপন করছি এবং আপনার নামের সহিত মৃত্যুবরণ করবো আর মৃত্যুর পরে আমরা আপনারই পানে প্রত্যাবর্তন করবো”।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সন্ধ্যায় বলতেন:

«اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমরা আপনার অনুগ্রহ ও সুরক্ষায় সায়ংকালে উপনীত হয়েছি, আমরা আপনার নামের সহিত জীবনযাপন করছি এবং আপনার নামের সহিত মৃত্যুবরণ করবো আর মৃত্যুর পরে আমরা আপনারই পানে প্রত্যাবর্তন করবো"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৬৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সকালে উপনীত হতেন, তখন এই দোয়াটিও বলতেন:

«أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيرَ ما بَعْدَه، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَه، رَبِّ أَعوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسوْءِ الْكِبَر، رَبِّ أَعوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْر».

অর্থ: "আমরা সকালে উপনীত হয়েছি এবং আল্লাহর রাজ্যও সকালে উপনীত হয়েছে। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

সমস্ত রাজ্য তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি এই দিনের এবং এই দিনের পরেরও কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি আপনার কাছে এই দিনের অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং এই দিনের পরেরও অমঙ্গল হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা হতে এবং বার্ধক্যের অমঙ্গল হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং কবরের শাস্তি হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করি"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫ -(২৭২৩)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সকালে উপনীত হতেন, তখন এই দোয়াটিও বলতেন:

«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ».

অর্থ: আমরা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি, একনিষ্ঠতার পবিত্র বাণীর প্রতি, আমাদের নাবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রকৃত ধর্মের প্রতি এবং আমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের প্রতি নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে সকালে উপনীত হলাম। [সহীহ জামে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সায়ংকালে উপনীত হতেন, তখন এই দোয়াটির প্রথমে বলতেন:

«أَمْسَيْنَا .....».

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নের দোয়াটি সকালে এবং সন্ধ্যায় পাঠ করা হতে বিরত থাকতেন না:

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، احْفَظْنِي مِنْ بَينِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে দুনিয়া ও পরকালের ক্ষমা এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন পাপসমূহকে ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান

দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আর আমি আপনার মহত্ত্বের মাধ্যমে আশ্রয় চাই আমার নিচ হতে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে"। [সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৭১ এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৭৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবন মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নের দোয়াটিও সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

«اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالفَقْرِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আপনার প্রত্যাদিষ্ট সত্য প্রত্যাখ্যান করা থেকে এবং দরিদ্রতা থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৯০, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল আলবাণী এই হাদীসটিকে হাসানুল ইসনাদ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য প্রধান ও সর্বোত্তম দোয়া হলো:

«اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا

اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ». مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا؛ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُّمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا؛ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনারই সৃষ্টি মানুষ। আমি যথাসাধ্য আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত আছি। আমি আমার কর্মের অমঙ্গল হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার প্রতি আপনার সকল প্রকারের উপহার ও অনুগ্রহের কথা আমি স্বীকার করছি। আর আমার পাপের কথাও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। যেহেতু আপনি ছাড়া কোনো পাপ কেউ ক্ষমা করার নেই"।

"যে ব্যক্তি দিনের বেলায় দৃঢ়ভাবে অন্তরে আস্থা স্থাপন করে এই দোয়াটি পাঠ করবে এবং সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করতে পারবে।

আর যে ব্যক্তি রাতের বেলায় দৃঢ়ভাবে অন্তরে আস্থা স্থাপন করে এই দোয়াটি পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় জান্নাত বা স্বর্গ লাভ করতে পারবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৬]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একজন সাহাবীকে বলেছেন: "তুমি যদি সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে পারো, তাহলে তুমি সমস্ত প্রকারের অমঙ্গল হতে নিরাপদ থাকতে পারবে"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৮২, এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৫৪২৮, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল আলবাণী এই হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে, কোনো বস্তুই তার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না:

«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ».

অর্থ: "আমি সেই আল্লাহর নামের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার নামের সহিত আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী"। [সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৬৯, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ সঠিক বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু বাকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে নিম্নের দোয়টি সকালে, সন্ধ্যায় এবং শুইবার সময় পাঠ করার উপদেশ প্রদান করেছিলেন:

«اَللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّموَاتِ والأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ ومَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত অদৃশ্য জগৎ এবং দৃশ্য জগতের জ্ঞাতা, আপনি সমস্ত আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি সব জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত প্রতিপালক ও সত্য অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার অমঙ্গল হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের অমঙ্গল হতে এবং আপনার সাথে তার অংশীদার স্থাপন করার প্রতারণা হতে"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৯২ এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৬৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) সহীহ (সঠিক) বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আবু

বাকর [রাদিয়াল্লাহু আনহু] কে নিম্নের দোয়টি সকালে এবং সন্ধ্যায় পাঠ করার উপদেশ প্রদান করেছিলেন:

«اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمواتِ والأرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ ومَلِيْكَهُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি সমস্ত অদৃশ্য জগৎ এবং দৃশ্য জগতের জ্ঞাতা, আপনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। আপনি সব জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত প্রতিপালক ও সত্য অধিপতি। আমি আমার আত্মার অমঙ্গল হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের অমঙ্গল হতে এবং আপনার সাথে তার অংশীদার স্থাপন করার প্রতারণা হতে। হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের বা অন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা হতেও আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৯, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) ও গারীব বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ফাতেমা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] কে নিম্নের দোয়টি সকালে এবং সন্ধ্যায় পাঠ করার উপদেশ প্রদান করেছিলেন:

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةَ عَيْنٍ».

অর্থ: "হে চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক! আমি আপনার কৃপার মাধ্যমে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনি আমার জীবনের সার্বিক পরিস্থিতি ও প্রতিটি বিষয় সংশোধন করে দিন। আর আপনি আমাকে আমার নিজের উপরে এক নিমিষের জন্যও ছেড়ে দিবেন না"। (আস্সাহীহা ৭/৫৫৭)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন:

«مَنْ قَالَ: حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ».

অর্থ: "যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় একশত বার পাঠ করবে:

«سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ».

অর্থ: "আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি।"

কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি পুণ্য লাভকারী অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না। তবে ওই ব্যক্তির বিষয়টি হবে আলাদা, যে ব্যক্তি তার মতোই এই পবিত্র বাণীটি পাঠ করবে অথবা তার চেয়েও বেশি পাঠ করবে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯ -(২৬৯২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন একশত বার পাঠ করবে:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

অর্থ: "আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি।"

সে ব্যক্তির ওই সমস্ত পাপ মার্জনা করা হবে, যে সমস্ত পাপের যোগাযোগ রয়েছে ছোটো পাপের সাথে এবং মহান আল্লাহর অধিকারের সাথে। যদিও সেই সমস্ত পাপ সমুদ্রের ফেনার মতো অগণিত হয়"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪০৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯-(২৬৯১) এর অংশবিশেষ]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন একশত বার পাঠ করবে:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ».

অর্থ: "এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রকৃত রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই আর তিনিই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।

সে ব্যক্তির জন্য একশত ক্রীতদাস স্বাধীন করার পুণ্যলাভ হবে এবং তার জন্য একশত পুণ্য লিখা হবে আর তার একশত পাপ মার্জনা করা হবে। আর সেই দিন সন্ধ্যা অবধি শয়তানের সকল প্রকারের অমঙ্গল হতে সুরক্ষিত থাকার জন্য এটি একটি তার উপাদান হয়ে যাবে। আর তার চেয়ে বেশি পুণ্য লাভকারী অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না। তবে ওই ব্যক্তির বিষয়টি হবে আলাদা, যে ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি সৎকর্ম করবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৯৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮ - (২৬৯১) এর অংশবিশেষ]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশবার দরুদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তি জান্নাত বা স্বর্গ লাভের জন্য আমার সুপারিশ লাভ করতে পারবে। [সহীহ জামে]"[১]

১ এই হাদীসটিকে আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী সহীহ জামে গ্রন্থে হাসান বলে পরে সিলসিলা দয়ীফাতে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। [সিলসিলা দয়ীফা, হাদীস নং ৫৭৮৮]। তবে দিনরাত, সকাল, সন্ধ্যায় এবং যে কোনো সময়ে দরুদ পাঠ করার প্রতি পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে। [সূরা আল আহযাব, আয়াত নং ৫৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭০ -(৪০৮) এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ১২৯৭ আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

নিম্নের দোয়াটি শুধু সকালে পাঠ করার জন্য

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে ব্যক্তি সকালে বলবে:

«رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا».

অর্থ: “প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নাবী হিসেবে মুহাম্মাদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট রয়েছি”।

তার হাত ধরে আমি তাকে জান্নাতে বা স্বর্গে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত রইলো”। [সিলসিলা সহীহা]।

নিম্নের দোয়াটি শুধু সন্ধ্যায় পাঠ করার জন্য

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময়ে তিনবার পাঠ করবে:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».

অর্থ: “আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের দ্বারা মহান আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমস্ত অমঙ্গল হতে”।

সে ব্যক্তির বিচ্ছু, সাপ এবং বিষাক্ত কীট অথবা পোকা কোনো প্রকারের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না”। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫ - (২৭০৯), সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৯৮ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৫১৮, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
এর পানাহারের পদ্ধতি

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সামনে যে খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য উপস্থিত থাকতো, সে খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য বর্জন করতেন না। আর যে খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য উপস্থিত থাকতো না, সে খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য হাজির করানোর জন্য তিনি কষ্ট করতেন না। সুতরাং তাঁকে কোনো ভালো ও পবিত্র খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য দেওয়া হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং পানাহার করতেন। তবে সেই খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য অরুচিকর বা অপ্রীতিকর হলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না এবং পানাহারও করতেন না। কিন্তু তিনি তা অন্যের জন্য অবৈধ বা হারাম বলে ঘোষণা করতেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৩৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩ - (১৯৪৫)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খাদ্যদ্রব্যের এবং পানীয় দ্রব্যের খুঁত বের করতেন না। ইচ্ছা হলে ভক্ষণ করতেন নচেৎ ভক্ষণ করতেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৩৬, ৫৪০৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৭- (২০৬৪), ১৮৮ - (২০৬৪)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

যার কাছে খাবার খেতেন, তার খাতিরে ও তাকে আনন্দিত করার জন্য মাঝে মাঝে তার খাবারের প্রশংসা করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬ - (২০৫২), ১৬৯ - (২০৫২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেই খাদ্যদ্রব্য খেতেন, যে খাদ্যদ্রব্য তাঁর জন্য সহজলভ্য হতো। যদি তাঁর জন্য খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য না হতো, তাহলে তিনি ধৈর্যধারণ করতেন। আর তিনি তীব্র ক্ষুধার প্রবল তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪১০১]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো কোনো সময় সারা দিন তীব্র ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন, যেন তীব্র ক্ষুধার প্রবল তাড়না কম অনুভব হয়। তিনি এই তীব্র ক্ষুধার প্রবল তাড়না দূর করার জন্য কোনো কোনো দিন নিকৃষ্ট মানেরও খেজুর পেতেন না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪ - (২৯৭৭), ৩৬ - (২৯৭৮)]।

কখনো কখনো নতুন নতুন তিন চাঁদ অতিক্রম করতো, কিন্তু আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর গৃহে কিছুই রান্না করার জন্য আগুন জ্বালানো হতো না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৬৭, ৬৪৫৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮- (২৯৭২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন নিজের পরিবারের লোকজনকে এই বলে জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে কি? যদি বলা হতো যে, না! কিছুই খাবার নেই। তাহলে তিনি বলতেন: "আমি আজ রোজা পালন করবো"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯ - (১১৫৪) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৫৫, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আলআলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৩৬, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৭৪৫ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৬৪, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৪ - (১১৬০) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৫৩, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে বলেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮- (২০২২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পানাহারের শেষে বলতেন:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا».
(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٤٥٨).

অর্থ: "অসংখ্য, উত্তম ও কল্যাণময় পবিত্র প্রশংসা আল্লাহর জন্য; সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ব্যতীত আমি অন্যের সাহায্য প্রত্যাশী নই; তাই আমি আপনার অনুগ্রহ হতে অমুখাপেক্ষি হতে পারি না, আমি আপনার অনুগ্রহ বর্জনকারী হতে পারি না এবং আপনার অনুগ্রহ হতে বিমুখও হতে পারি না"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৫৮]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: যে ব্যক্তি পানাহারের শেষে বলবে:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ».

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই খাদ্যদ্রব্য প্রদান করলেন। এবং আমার পক্ষ হতে কোনো উপায় বা কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই এই খাদ্যদ্রব্য আমাকে প্রদান করলেন।

সে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত ছোটো ছোটো পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৫৮, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তিন আঙ্গুলে খেতেন এবং হাত মুছে ফেলার পূর্বে আঙ্গুলগুলি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে চেটে খেতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১ - (২০৩২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এই বলে উপদেশ প্রদান করতেন যে, তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি যখন খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করবে, তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে এবং যখন পানীয় দ্রব্য পান করবে, তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা পানীয় দ্রব্য পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাত দ্বারা পানাহার করে"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫ - (২০২০)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হেলান দিয়ে পানাহার করতেন না"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বেশির ভাগ সময়ে দস্তরখান মাটিতে বিছিয়ে তার উপরে খাওয়া দাওয়া বা ভোজনকার্য করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩৮৬, ৬৪৫০]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাধারণভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় পানীয় দ্রব্য পান করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫ - (২০২৫)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বেশির ভাগ সময়ে তিনি বসে পানীয় দ্রব্য পান করতেন।[১]

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পানীয় দ্রব্য পান করার সময় পানীয় দ্রব্যের পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাসত্যাগ করতেন। এবং বলতেন: "এই নিয়মে পানীয় দ্রব্য পান করলে ভালোভাবে প্রশান্তি লাভ হয়, তৃষ্ণার্তের কষ্ট লাঘব হয় এবং খুব সুখদায়ক হয়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩- (২০২৮)] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেই ব্যক্তির জন্য নিম্নের পদ্ধতি মোতাবেক মঙ্গল কামনা করতেন, যে ব্যক্তি তাঁকে পানাহার করাতেন:

«اَللَّهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِيْ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমাকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করলো, সেই ব্যক্তিকে আপনি খাদ্যদ্রব্য প্রদান করুন। আর যে ব্যক্তি আমাকে পানীয় দ্রব্য প্রদান করলো, সেই ব্যক্তিকে আপনি পানীয় দ্রব্য প্রদান করুন"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৪ - (২০৫৫) এর অংশবিশেষ] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

১ আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং বসে পানীয় দ্রব্য পান করেছেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮৩, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর আমলে হাঁটতে হাঁটতে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করতাম এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় পানীয় দ্রব্য পান করতাম। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৮০ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৩০১, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ গারীব বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। তাই বসা অবস্থায় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় পানাহার করা বৈধ। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

অতিথিসেবকের জন্য বা অতিথি আপ্যায়নকারীর জন্য মঙ্গল কামনা করতেন নিম্নের পদ্ধতি মোতাবেক:

«اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে জীবিকা প্রদান করেছেন, সেই জীবিকা তাদের জন্য কল্যাণদায়ক করুন এবং তাদের পাপ মার্জনা করুন আর তাদের প্রতি কৃপা করুন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬ - (২০৪২) এর অংশবিশেষ] ।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
এর পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা ও যানবাহনে আরোহণের পদ্ধতি

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো কাপড় পরিধান করার সময় নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত ছোটো ছোটো পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ».

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই কাপড় প্রদান করেছেন। এবং আমার পক্ষ হতে কোনো উপায় বা কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই এই কাপড় আমাকে প্রদান করেছেন"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নতুন কোনো কাপড় পরিধান করতেন, তখন সেই কাপড়ের নাম পাগড়ী, জামা, চাদর উল্লেখ করতেন এবং বলতেন:

«اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনারই, আপনিই আমাকে এই বস্ত্রটি পরিধান করিয়েছন। আমি আপনার কাছে এই বস্ত্রটির কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে এই বস্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে, তারও কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এই বস্ত্রটির অমঙ্গল হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে এই বস্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে, তারও অমঙ্গল হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২০, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৭৬৭, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, গারীব ও সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটে কামিজ এবং হিবরার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো পোশাক ছিলো না। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৫, ৪০২৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮১২, ৫৮১৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২ - (২০৭৯), ৩৩ - (২০৭৯)]।

আলকামিস হলো একরকম সেলাই করা জামা বা বস্ত্র অথবা শার্ট, যাতে দুইটি আস্তিন কিংবা হাতা থাকে, ঘাড় খোলা থাকে। এবং এই পোশাককে সৌদি আরবে সুপরিচিত লম্বা পোশাকের মতো বস্ত্র বলা যেতে পারে।

আলহিবারা হলো একরকম সুতি কাপড়ের তৈরি পোশাক বা বস্ত্র, যা লাল ফিতে দিয়ে তৈরি করা হতো এবং ইয়েমেন দেশ থেকে আমদানি করা হতো।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটে সবচেয়ে প্রিয় রং ছিলো শুক্ল বর্ণ বা সাদা রং। তাই তিনি বলেছেন:

«الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ».

অর্থ: "তোমরা তোমাদের সাদা রং এর কাপড় পরিধান করো। কেননা সাদা রং এর কাপড় হলো তোমাদের সর্বোত্তম কাপড়; অতএব এই সাদা রং এর কাপড়ের দ্বারা তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দিবে"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৯৯৪, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৭৮ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৪৭২, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একেবারে খালেস ও খাঁটি লাল রং পছন্দ করতেন না এবং এই রং হতে নিষেধ করেছেন।[১] [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৬৯ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৮০৭, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে দয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নারীদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের প্রতি এবং পুরুষদের পোশাক পরিধানকারিণী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৫ এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৮]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন আব্দুল্লাহ বিন আমর [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] কে হলুদ বা জাফরানি রংয়ের দুইটি বস্ত্র পরিধান করতে দেখেছিলেন, তখন তিনি তাকে

১ আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] লাল রঙ পছন্দ করতেন এবং লাল রঙের পোশাক পরিধান করতেন। তাই লাল রঙের পোশাক পরিধান করা বৈধ। লাল রঙের পোশাক হতে নিষেধের হাদীসের চেয়ে লাল রঙের পোশাক পরিধান করা বৈধ হওয়ার হাদীস বেশি শক্তিশালী [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫১, ৫৮৪৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১ - (২৩৩৭) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৭২]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

বলেছিলেন: "এই বস্ত্রগুলি অমুসলিমদের বস্ত্র। তাই তুমি এই বস্ত্রগুলি পরিধান করিও না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭ - (২০৭৭)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সমাজে প্রচলিত পোশাক ব্যতীত খ্যাতি লাভের জন্য অহংকারের সহিত অন্য কোনো বিরল পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৯ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৬০৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুসলিম জাতির মধ্যে থেকে কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণের গহনা ব্যবহার করা হারাম করেছেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৭২০ এবং সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৫১৪৪, ৫১৪৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুসলিম জাতির মধ্যে থেকে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন পায়ের গিঁট অথবা গ্রন্থির নীচ থেকে অহংকারের সহিত পোশাক পরিধান না করে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৬৫, ৫৭৮৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২ - (২০৮৫), ৪৪ - (২০৮৫)]।

আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুসলিম জাতির মধ্যে থেকে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন, তারা যেন পায়ের গিঁট অথবা গ্রন্থির নীচ থেকে পোশাক পরিধান না করে। সুতরাং তিনি বলেছেন:

«مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ؛ فَفِي النَّارِ».

অর্থ: "যে ব্যক্তি পায়ের গিঁট অথবা গ্রন্থির নীচ থেকে লুঙ্গি বা পোশাক

পরিধান করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম বা নরকের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৭]।

আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] লুঙ্গি বা পোশাক পড়তেন গোছার স্থান পর্যন্ত বা হাঁটু ও গোড়ালির মাঝখান পর্যন্ত।[১] [শামায়েলে তিরমিযী, এই বিষয়ের হাদীসটিকে আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখনই জামা বা কামিস পরিধান করতেন, তখন নিজের ডানদিক থেকে শুরু করতেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৭৬৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যখন তোমরা কোনো পোশাক পরিধান করার ইচ্ছা করবে এবং যখন তোমরা ওজু করার ইচ্ছা করবে, তখন তোমরা তোমাদের ডান দিক থেকে শুরু করবে"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৪১]।

তবে দেহের সাজসজ্জা, পোশাক পরিচ্ছদ খোলার সময়ে বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে।

তদ্রূপ জুতা পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা এবং বাম দিক থেকে খোলা উচিত। তাই আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ

---

২ আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুসলিম জাতির মধ্যে থেকে কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য বলেছেন: "তাদের পোশাক পরিধানের নিয়ম হলো এই যে, তারা পোশাক পড়বে গোছার স্থান পর্যন্ত অথবা হাঁটু ও গোড়ালির মাঝখান পর্যন্ত। তবে পায়ের গিঁট অথবা গ্রন্থির নীচ থেকে পোশাক পরিধান করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি পায়ের গিঁট অথবা গ্রন্থির নীচ থেকে লুঙ্গি বা পোশাক পরিধান করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম বা নরকের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৩ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৭৩, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]। (বাংলা অনুবাদক: ডক্টর মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ)।

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ডান পায়ে জুতা পরিধান করা শুরু করার বিষয়ে বলেছেন: "জুতা পরিধান করার সময়ে যেন দুই পায়ের মধ্যে প্রথমে ডান পা হয় এবং জুতা খোলার সময়ে যেন দুই পায়ের মধ্যে প্রথমে বাম পা হয়"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৫৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭ - (২০৯৭)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৫৫ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮ - (২০৯৭)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো কোনো সময়ে খালি পায়ে হাঁটতেন।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন পথে হাঁটতেন তখন এমন দ্রুত গতিতে হাঁটতেন যে, তিনি যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, মনে হতো তিনি যেন কোনো উঁচু স্থান হতে নীচে অবতরণ করছেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৩৭, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন পথে হাঁটতেন তখন দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতেন, যেন তিনি সম্পূর্ণ ঢালু জমি হতে নীচে নামছেন। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৩৮, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, গারীব বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে জয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন যানবাহনে আরোহণ করার জন্য পাদানিতে পা রাখার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন:

«بِسْمِ اللَّهِ».

অর্থ: "আল্লাহর নামের সাহায্যে আরোহণ আরম্ভ করছি"।

তারপর যানবাহনের পিঠে যখন সোজা হয়ে বসতেন, তখন বলতেন:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ».

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

অতঃপর বলতেন:

﴿سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾

[الزخرف: ١٣-١٤].

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমরা সেই মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করি, যিনি একে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের দিকে মৃত্যুবরণের পর প্রত্যবর্তণ করবো"। (সূরা আজ জুখরুফ, আয়াত, নং ১৩-১৪)।

এরপর তিনবার বলতেন:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ».

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

তারপর তিনবার বলতেন:

«اَللَّهُ أَكْبَرُ».

অর্থ: "আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

অতঃপর বলতেন:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার প্রতি অনেক অন্যায় করে পাপ করেছি এবং আপনি ছাড়া কোনো পাপ কেউ মার্জনা করার নেই"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬০২ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৪৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চরিত্র এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণ

كانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْسَنَ النَّاسِ وجْهًا وأَحْسَنَهُ خُلُقًا». (صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٥٤٩، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٩٣ – (٢٣٣٧)).

অর্থ: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চেহারা ছিলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এবং তাঁর চরিত্রও ছিলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৪৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩ - (২৩৩৭) এর অংশবিশেষ তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সদাচার ও সচ্চরিত্রের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি নিখুঁত ছিলেন। তাই তিনি অশ্লীল কথা বলতেন না এবং অশ্লীল কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৫৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৮ - (২৩২১)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অশ্লীল কথা বলতেন না এবং অশ্লীল কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। আর

তিনি বাজারে চিৎকার করতেন না। এবং তিনি কোনো ব্যক্তিকে তার অন্যায়াচরণের বদলে তার প্রতি অন্যায়াচরণ করতেন না। বরং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তার অন্যায়াচরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০১৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ؛ فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ؛ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ. (صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٦٧٨٦، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧٧ – (٢٣٢٧)،).

অর্থ: "আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটে যখন কোনো দুইটি কাজের মধ্যে থেকে একটি কাজ গ্রহণ করার সুযোগ আসতো, তখন তিনি উক্ত দুইটি কাজের মধ্যে থেকে যে কাজটি বেশি সহজ হতো সেই কাজটি গ্রহণ করতেন, যদি তাতে পাপের কোনো বিষয় না থাকতো। আর যদি তাতে পাপের কোনো বিষয় থাকতো, তাহলে তিনি তাতে থেকে সকল মানুষের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কখনো নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য কোনো মানুষের প্রতি রাগান্বিত হননি এবং তার জন্য প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু শুধুমাত্র যখন আল্লাহর ধর্ম প্রকৃত ইসলামের বা তার বিধিবিধানের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসাধন হতো, তখন তিনি রাগান্বিত হতেন এবং তার প্রতিশোধ নিতেন ও নির্দিষ্ট শাস্তির অধিকারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৮৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭ - (২৩২৭), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ». (صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٩ – (٢٣٢٨)).

অর্থ: "আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর নিজ হাতের দ্বারা কোনো দিন কাউকে প্রহার করেননি আর কোনো স্ত্রীলোককেও প্রহার করেননি এবং কোনো ভৃত্য বা চাকরকেও তিনি কোনো দিন প্রহার করেননি। তবে তিনি সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছেন"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯ - (২৩২৮)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয় সেবক আনাস [রাদিয়াল্লাহ আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ؛ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ، لِمَ تَرَكْتَهُ؟». (جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٠١٥، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حديث حسن صحيح، وصححه الألباني، ومثل ذلك ورد في صحيح البخاري، رقم الحديث ٢٧٦٨، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥١ – (٢٣٠٩)).

অর্থ: "আমি দশ বছর ধরে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সেবক বা খাদিম হিসেবে কাজ করেছি; কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে কখনো আমাকে আমার কোনো কাজ দেখে বিরক্ত হয়ে উহ শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। আর যে কাজ আমি করেছি, সেই কাজের বিষয়েও তিনি আমাকে কখনো বলেননি যে, তুমি এই কাজটি কেন করেছো? আর যে কাজটি আমি করেনি, সেই কাজের বিষয়েও তিনি আমাকে কখনো বলেননি যে, তুমি এই কাজটি কেন করোনি"? [সহীহ

বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫১ - (২৩০৯) এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০১৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আলআলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন সাক্ষাৎ কালে কোনো ব্যক্তির সাথে মুসাফা করতেন, তখন সেই ব্যক্তি তার হাত সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর নিজের হাত তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতেননা। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৯০ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৭১৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী মুসাফার বিষয়টি ছাড়া হাদীসটিকে জয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যখন কথা বলতেন, তখন পূর্ণ মনোযোগের সহিত তার প্রতি সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে মনোরঞ্জনকারী হিসেবে কথা বলতেন। যাতে সে মনে করে যে, আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটে সে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৩ - (২৫৯১)]।

জারির বিন আব্দুল্লাহ [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করার পর থেকে আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে যখনই দেখেছেন, তখনই আমাকে হাসিমুখে দেখেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৩৫, ৩৮২২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪ - (২৪৭৫)]।

আব্দুল্লাহ বিন হারিস [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসি দিতে আর কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬৪১, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আলআলবাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এমন পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন যে, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর কথা গণনা করার ইচ্ছা করতো, তাহলে সে সহজে গণনা করতে পারতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৭]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বক্তব্য ছিলো পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারতো। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৩৯, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাড়াহুড়া করে কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬৮, ৩৮২২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০ - (২৪৯৩)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তিনি তা তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে মানুষ তাঁর কথা অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৪, ৬২৪৪]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে যখন কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে অপছন্দনীয় কোনো বিষয় আসতো, তখন তিনি এই রকম কথা বলতেন না যে, ওই লোকটির কি সমস্যা হয়েছে যে, সে এই রকম কথা বলছে? বরং তিনি বলতেন: "লোকদের কী হয়েছে যে, তারা এই প্রকারের নানা রকম কথা বলছে"!? [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৮৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সর্বাবস্থায় তিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭ - (৩৭৩)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে কোনো কোনো সাহাবী তাঁর একই বৈঠকে অবস্থানকালে নিম্নের দোয়াটি একশত বার পাঠ করতে শুনতেন:

«رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ».

অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন! আপনি আমার অনুশোচনা ও আপনার প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করুন! নিশ্চয় অনুশোচনা করার বিষয়টিকে আর আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টিকে আপনি সাদরে গ্রহণ করে থাকেন এবং কৃপা করে থাকেন"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫১৬, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "আল্লাহর শপথ! আমি দৈনিক সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তওবা বা অনুশোচিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর পানে ফিরে আসি"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৭]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর অধিকাংশ সময়ের দোয়া ছিলো:

اَللَّهُمَّ! ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [سورة البقرة: ٢٠١].

অর্থ: "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে এই দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন। এবং পরকালের কল্যাণ দান করুন। আর আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন"। (সূরা আল বাকারাহ, আয়াত নং ২০১)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] অধিকাংশ সময়ে নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতেন:

«يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ».

অর্থ: "হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের উপর অবিচল ও স্থির রাখুন"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২২, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নের দোয়াটি পাঠ করে মজলিশ শেষ করতেন:

«سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি এবং আমার এই পবিত্রতা ঘোষণা হলো আপনার প্রশংসার সহিত। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই পানে অনুশোচিত ও অনুতপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করছি"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৫৯, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন পর্দার অন্তরালে বাস করে এমন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। কোনো কিছু তাঁর অপছন্দ হলে সেই বিষয়টি তাঁর পবিত্র চেহারাকে প্রভাবান্বিত করতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৫৬২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭ - (২৩২০)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটে কোনো জিনিস চাওয়া হলে, তিনি তার উত্তরে এই কথাটি বলতেন না যে, এই জিনিজটি দেওয়া হবে না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬ - (২৩১১)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এত বেশি দান করতেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় বা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভয় করতেন না। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭ - (২৩১২), ৫৮ - (২৩১২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

«لَوْ كانَ لي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما يَسُرُّنِيْ أن لَّا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثٌ وعِندِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ». (صحيح البخاري، جزء من رقم الحديث ٢٣٨٩، واللفظ له، صحيح مسلم، رقم الحديث ٣١ – (٩٩١)).

অর্থ: "যদি আমার নিকটে ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য সোনা থাকতো, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের অংশ জমা রেখে দেওয়ার পর ওই সম্পদের সমস্ত অবশিষ্ট অংশ তিনদিন অতিবাহিত না হওয়ার পূর্বেই সবকিছুই আল্লাহর পথে মানুষের উপকারের জন্য খরচ করে ফেলি"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৮৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১ - (৯৯১), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সহনশীল ছিলেন। তাই তাঁর কাছে কেউ এসে তাঁর চাদর ধরে অত্যন্ত শক্তভাবে টান দিতো। এবং তাঁর ঘাড়ে চাদরের দাগ পড়ে যেতো এবং তাঁর সাথে অভদ্রতার সহিত কথা বলতো। তথাপি তিনি রাগান্বিত হতেন না। তার দিকে তাকাতেন অতঃপর হাসতেন আর তাকে দান প্রদান করা হোক বলে আদেশ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮০৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৮ - (১০৫৭)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মানুষের মধ্যে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। আলবারা বিন মালেক [রাদিয়াল্লাহু

আনহু] একজন সাহসী সাহাবী বলেন: আল্লাহর কসম! যুদ্ধ যখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতো, তখন আমরা আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মধ্যেকার সাহসী ব্যক্তিও যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটবর্তী স্থানে থাকতো। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯ - (১৭৭৬)]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর সাহাবীদের প্রয়োজন পূরণ করার কাজ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭১৮, ১৯৩৬, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪৬৩৭ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২২০৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কোনো কোনো সাহাবীর ঋণ পরিশোধ করতেন। যেমন বিলাল [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। কোনো কোনো সাহাবীর বিবাহ দিয়ে দিতেন। [সহীহ বুখারী এবং সুনান আবু দাউদ]।

তিনি ইহুদীর কাছে জাবের [রাদিয়াল্লাহু আনহু] এর জন্য সুপারিশ করেছেন। যাতে সে তার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তিনদিন সময় প্রদান করে। [সহীহ বুখারী]।

তাঁর কাছে কোনো কোনো মহিলা সাহাবী নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আসতেন এবং তিনি তার অভিযোগ শুনতেন।

তাঁর কাছে একজন লোক তার উট সম্পর্কে এই বলে অভিযোগ করতে এসেছিলেন যে, তার উট কষ্টদায়ক আচরণ করছে। তাই তিনি যখন সেই লোকটির সঙ্গে তার উটের কাছে গেলেন, তখন তার সেই উটটি তাঁকে এই বলে অভিযোগ করলো যে, তার মালিক তার দ্বারা অনেক কাজ নিচ্ছে কিন্তু তাকে ঠিক মতো খাবার দিচ্ছে না। [মুসনাদ আহমাদ এবং সহীহ তারগীব)]।

জীবজন্তু বা পশুও আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ন্যায় বিচার পাবার জন্য এই বলে অভিযোগ করছে যে, তার মালিক তার দ্বারা অনেক কাজ নিচ্ছে কিন্তু তাকে ঠিক মতো খাবার দিচ্ছে না।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٧].

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কৃপা হিসেবে প্রেরণ করেছি"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং ১০৭)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন বিনয়ী শান্তশিষ্ট এবং নম্র মানুষ। তাই তিনি বিধবা নারী ও অভাবী মানুষের সাথেও চলাফেরা করতে অস্বীকার করতেন না। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৭২] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকটে একজন মহিলা এসেছিলেন এবং বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আমার একটা দরকার আছে। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছিলেন: হে অমুকের মা! আপনার ইচ্ছামত আপনার প্রয়োজনের কথা আমাকে বলুন। আপনার যেখানে যাওয়ার দরকার হবে, সেখানেই আমি যাবো। সুতরাং তিনি মহিলাটির জন্য উঠে গেলেন এবং তাঁকে প্রয়োজনমুক্ত করলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬ - (২৩২৬)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে যবের রুটি এবং স্বাদ বদলে যাওয়া তেলের তৈরি খাবারের জন্য আমন্ত্রিত করা হলেও তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৬৯] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া খেতে ডাকা হয়, তবুও তা আমি গ্রহণ করবো আর যদি আমাকে পায়া উপহার দেওয়া হয়, তবুও তা আমি গ্রহণ করবো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৬৮] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখে ছিলেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তা ছাড়ানোর মতো অর্থ তাঁর হাতে ছিলো না।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৬৯] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বাচ্চাদেরকে আদর স্নেহ করতেন এবং তাদের সাথে ক্রীড়াকৌতুক ও আমোদপ্রমোদ করতেন। আনাস বিন মালিক [রাদিয়াল্লাহু আনহু] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চেয়ে শিশুদের প্রতি বেশি দয়াশীল আর কাউকে আমি দেখিনি।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩ - (২৩১৬)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শিশুদের পাশ দিয়ে যখন অতিক্রম করতেন, তখন তিনিই তাদেরকে সালাম করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৭ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪ - (২১৬৭), ১৫ - (২১৬৭)] ।

সুপ্রিয় নাবী মুহাম্মাদ
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
এর বাড়িতে তাঁর জীবনযাপন ও ঘুমের পদ্ধতি

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঘরগুলির দেওয়াল তৈরি করা হয়েছিল ইট দিয়ে এবং ছাত তৈরি করা হয়েছিল খেজুর গাছের ডাল দিয়ে। [সহীহ বুখারী]।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঘরগুলি খুব ছোটো ছোটো ছিলো, তাই তিনি রাত্রিকালে যখন নামাজ পড়তেন, তখন সিজদা করার সময়ে উম্মুলমুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] কে নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন। তাই উম্মুলমুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] তাঁর দুই পা গুটিয়ে নিতেন এবং সেই স্থানে আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সিজদা করতেন। এবং তিনি সিজদা করে যখন দাঁড়াতেন, তখন উম্মুলমুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] আবার নিজের দুই পা প্রসারিত করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮ - (৫১২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর ঘরগুলির ছাত বেশি উঁচু ছিলো না। তাই সেই ঘরগুলির ভেতরে কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করলে, সে নিজের হাত দ্বারা ঘরগুলির ছাত স্পর্শ করতে পারতো।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি দাঁতন করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩ - (২৫৩)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, যারা বাড়িতে থাকতো তাদেরকে তিনি এমনভাবে সালাম করতেন যে, তিনি তাঁর সালামের দ্বারা কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিতেন না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে সালাম শুনিয়ে দিতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৪ - (২০৫৫)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "যখন কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে, তখন যেন সে বলে:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনার নিকটে আমি আমার প্রবেশের মঙ্গল কামনা করি। এবং আপনার নিকটে আমি আমার বের হওয়ার মঙ্গল কামনা করি। আমরা আল্লাহর নামে ঘরে প্রবেশ করলাম আর আল্লাহর নামেই আমরা ঘর থেকে বের হয়েছিলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা রেখেছি"।

"তারপর ঘরের লোকদেরকে সালাম করে ঘরে প্রবেশ করবে"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৯৬, সহীহা এবং সহীহ জামে। তবে হাদীসটিকে জয়ীফ বা দুর্বল বলা হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো বলেছেন: "যারা ঘরে প্রবেশ করার সময় এবং পানাহার করার সময় মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের ঘরে শয়তান বসবাস

করে আর তাদের খাবারে শয়তান অংশ গ্রহণ করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩০ - (২০১৮)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন নিজের ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন:

«بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا».

অর্থ: "আল্লাহর নামের সহিত আমি আমার ঘর হতে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপরই আমি ভরসা রেখেছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন থেকে অথবা পথভ্রষ্টতা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে কিংবা মূর্খদের কর্ম করা হতে বা আমাদের প্রতি মূর্খদের আচারণ করা থেকে"। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২৭, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৯৪, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৫৪৮৬ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৮৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সঠিক) বলেছেন।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি যখন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলে:

«بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

অর্থ: "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছি। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার কোনো উপায় নেই এবং সৎকাজ করারও কোনো শক্তি নেই"।

তখন তাকে বলা হয়: তুমি সুপথগামী হতে পেরেছো, বিপদমুক্ত হতে পেরেছো এবং সংরক্ষিত হতে পেরেছো। আর তার কাছ থেকে শয়তান দূরে সরে যায়"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৯৫ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস

নং ৩৪২৬, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটিকে হাসান সহীহ (সুন্দর সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্ আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বলেছিলেন: তিনি পরিবারের সহযোগিতার কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আর নামাজের আজান শুনলে নামাজ পড়ার জন্য চলে যেতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৬, ৫৩৬৩] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] একজন সাধারণ মানুষের মতো মানুষ ছিলেন: তিনি তার পোশাকের কীট বা উকুন পরিষ্কার করতেন, ছাগল দোহন করতেন এবং নিজের সেবা নিজেই করতেন। [মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৫৩৪১, ২৬১৯৪, আল্লামা শুয়াইব আল অর্নাউত হাদীসগুলিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের পরিবারের সমস্ত লোকজনের জন্য ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৯৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ (সঠিক) বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর আচার ব্যবহার বা চালচলন তাঁর পরিবারের সাথে অতিসুন্দর ছিলো। তাই তিনি উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] কে লম্বা কিসসা কাহিনী বা গল্প বলার সুযোগ প্রদান করতেন এবং তিনি তাতে তাঁকে বাধা দিতেন না আর তাঁর সাথে তিনি বিনয় নম্রতা বজায় রাখতেন এবং তাঁকে আদর ও স্নেহ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯২ - (২৪৪৮)] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তাতে উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] জয় লাভ করেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে আবার দৌড় প্রতিযোগিতা হয় এবং তাতে আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জয় লাভ করেন। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৭৮, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] ঈদের দিন যখন হাবশীদের বর্শা খেলা দেখার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁকে পর্দার সহিত সেই খেলা দেখানোর সুযোগ প্রদান করেছিলেন এবং উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] নিজের ইচ্ছামতো সেই খেলা দেখেছিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৪, ৯৫০, ৫১৯০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭ - (৮৯২)] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ছিলেন নমনীয় প্রকৃতির মানুষ। অতএব উম্মুল মুমেনীন আয়েশা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] যখনই কোনো কিছু বিষয়ের ইচ্ছা করতেন, তখনই তিনি তাঁর ইচ্ছাপূরণ করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭ - (১২১৩)] ।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর উটের কাছে তিনি হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন এবং উম্মুল মুমেনীন সাফিয়্যা [রাদিয়াল্লাহু আনহা] তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২১১] ।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বিবিগণের ঈর্ষামূলক আচরণের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন এবং ধৈর্যধারণ করতেন আর তাঁদেরকে আদর করতেন ও ভালো বাসতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৮১, ৫২২৫]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বিছানা ছিলো চামড়ার এবং তাতে পরিপূর্ণ ছিলো খেজুরের গাছের খোসা বা ছাল। তাঁর বালিশও ছিলো চামড়ার এবং তাতে পরিপূর্ণ ছিলো খেজুরের গাছের খোসা বা ছাল। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৫৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭ - (২০৮২), ৩৮ - (২০৮২)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] চাটাইয়ের উপরে শুইতেন এবং তাঁর পবিত্র শরীরের একপার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ পড়ে যেতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯১২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০ - (১৪৭৯), ৩১ - (১৪৭৯), ৩৪ - (১৪৭৯)] ।

নিশ্চয় আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] প্রতি রাতে যখন বিছানায় গমন করতেন, তখন তাঁর দুই হাতের তালু একত্রিত করতেন, তারপর "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" আর "কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" এবং এই তিনটি সূরাহ পাঠ করে দুই হাতে ফুঁক দিতেন, তারপর উক্ত দুই হাত দেহের উপরে যতটা অংশে সম্ভব হতো হাত বুলিয়ে নিতেন। তিনি তাঁর মাথা এবং মুখমণ্ডল হতে এইভাবে দুই হাত দেহে বুলিয়ে নেওয়া শুরু করতেন এবং এইভাবে তাঁর দেহের যতটা অংশ তিনি স্পর্শ করতে পারতেন ততটা অংশ স্পর্শ করতেন। তিনি তিনবার এই রকম করতেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০১৭] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন বিছানায় গমন করতেন, তখন বলতেন:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا؛ فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ».

অর্থ: "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেছেন এবং পানীয় দ্রব্য প্রদান করেছেন। আর যিনি আমাদেরকে

আমাদের কার্যসাধনের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেছেন এবং যিনি আমাদেরকে শান্তিদায়ক বাসস্থান বা গৃহ প্রদান করেছেন। অথচ অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করার কেউ নেই এবং যাদেরকে শান্তিদায়ক বাসস্থান বা গৃহ প্রদান করার কেউ নেই"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫ - (২৭১৫)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শয়নকালে নিজের ডান হাত নিজের ডান গালের নীচে রাখতেন এবং নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিত্রাণ দান করুন সেই পরকালের মহা দিবসের শাস্তি থেকে, যে মহা দিবসে আপনি আপনার সৃষ্টি জগতের সমস্ত মানব সমাজকে পুনরুত্থিত করবেন"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৪৫, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, তখন এই দোয়াটিও বলতেন:

«اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নামের সহিত নিদ্রিত ও জাগ্রত হই"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২৫]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন এবং নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ،

وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি নিজেকে পুরোপুরিভাবে আপনার নিকটে সমর্পন করেছি, আমি আমার মুখমণ্ডল আপনার প্রতি ফিরিয়ে রেখেছি, আমার সকল কাজ আপনার প্রতি অর্পন করেছি, আমার পিঠ আপনার সংরক্ষণে রেখেছি, আমি এই সমস্ত কাজ করেছি আপনার করুণার আশায় এবং আপনার শাস্তির ভয়ে, আপনার কাছ থেকে আশ্রয় স্থল ও পরিত্রাণের স্থান আপনি ছাড়া আর কোথাও নেই, আমি আপনার ঐশীবাণীর গ্রন্থের প্রতি এবং আপনার প্রেরিত নাবীর প্রতি আমার অন্তরে ঈমান স্থাপন করেছি।

যে ব্যক্তি রাত্রে এই দোয়াটি শয়নকালে পাঠ করবে, সে ব্যক্তি সেই রাত্রিকালে মৃত্যুবরণ করলে, সে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের উপরেই সর্বোত্তম পন্থায় মৃত্যুবরণ করবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৫]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শয়নকালে নিম্নের দোয়াটিও পাঠ করতেন:

«اَللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং আপনিই তাকে মৃত্যুদান করবেন। আপনার জন্যই এই জীবন ও মরণ নির্ধারিত রয়েছে। যদি আপনি তাকে জীবিত রাখেন তাহলে তার সংরক্ষণ করবেন। আর যদি আপনি তার মৃত্যু ঘটান, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা কামনা করছি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬০ - (২৭১২)] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

শয়নকালে সূরা সাজদা এবং সূরা আল মুলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না। [জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪০৪, আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন] ।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শয়নকালে পবিত্র কুরআনের সব চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ আয়াত, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল বাকারার শেষের দুইটি আয়াত পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তি সমস্ত প্রকারের অমঙ্গল হতে সংরক্ষিত থাকার জন্য এই দুইটি আয়াত পাঠ করাই তার জন্য যথেষ্ট হবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০১০, ৫০০৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬ -(৮০৮), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শয়নকালে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করেছেন:

«باسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فارْحَمْها، وإِنْ أَرْسَلْتَها فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ».

অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ! আপনার নামের সাহায্যেই শয়ন করার জন্য আমি আমার পার্শ্ব বিছানায় রাখলাম এবং আপনার নামের সাহায্যেই আমি আমার পার্শ্ব বিছানা থেকে উত্থিত করবো। আমার শয়নকালে আপনি যদি আমার জীবনের অবসান ঘটান, তাহলে আপনি আমার প্রতি দয়া করবেন। আর আপনি যদি আমার জীবনের সংরক্ষণ করে আমাকে জীবিত রাখেন, তাহলে আপনি আমার জীবনকে ওই ভাবে রক্ষা করবেন, যেভাবে আপনি আপনার সজ্জনদেরকে রক্ষা করে থাকেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪ - (২৭১৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নের দোয়টি শয়নকালে পাঠ করার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করেছেন:

«اَللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّموَاتِ والأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ ومَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত অদৃশ্য জগৎ এবং দৃশ্য জগতের জ্ঞাতা, আপনি সমস্ত আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি সব জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত প্রতিপালক ও সত্য অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: আপনি ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার অমঙ্গল হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের অমঙ্গল হতে এবং আপনার সাথে তার অংশীদার স্থাপন করার প্রতারণা হতে"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৯২ এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৬৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান (সুন্দর) সহীহ (সঠিক) বলেছেন। এবং আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

«اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وبَارِكْ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ علَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ».

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে, তাঁর স্ত্রীগণকে ও তাঁর সন্তানসন্ততিকে এমনভাবে সম্মানিত করুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গকে সম্মানিত করেছেন।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদকে, তাঁর স্ত্রীগণকে ও তাঁর সন্তানসন্ততিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, সে মর্যাদা এমনভাবে বলবৎ রাখুন, যেমনভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের মর্যাদা বলবৎ রেখেছেন; নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত মহামহিমান্বিত"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯ - (৪০৭) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬৯, ৬৩৬০, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

হে আল্লাহ! আমরা যেমন এই পার্থিব জগতে আমাদের সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর দর্শন হতে, তাঁর সঙ্গে উপবেশন করা হতে এবং তাঁর সাহচর্য বা সঙ্গ হতে বঞ্চিত হয়েছি। সেইরূপ যেন আমরা তাঁর দর্শন হতে, তাঁর সঙ্গে উপবেশন করা হতে এবং তাঁর সাহচর্য বা সঙ্গ হতে পরকালে বঞ্চিত না হই। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে জান্নাতে বা স্বর্গে আপনার অতিশয় প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পাশে থাকার সুযোগ প্রদান করুন এবং তাঁর সাথে দেখা করার ও তাঁর সাথে কথা বলার সুব্যবস্থা করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হাউজ কাওসারে আগত বা হাজির হওয়ার শক্তি প্রদান করুন এবং সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পবিত্র হাতে হাউজ কাওসারের শীতল সুস্বাদু পানি পান করার ক্ষমতা প্রদান করুন, যাতে এরপরে আমরা আর কোনো সময় পিপাসিত না হই।

হে আল্লাহ! হে দানশীল! আপনি আমাদেরকে আপনার সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সুপারিসের ন্যায্য অধিকারী করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জীবনযাপনের নিয়ম নীতি ও পদ্ধতির সাথে থাকার সামর্থ্য প্রদান করুন এবং জীবনের সমস্ত ছোটো ও বড়ো বিষয়ে সেই নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলার ক্ষমতা প্রদান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জীবনযাপনের নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি মেনে চলার বিষয়টিকে আমাদের কাছে আমাদের মাতাপিতা, সন্তানসন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় ও ভালোবাসার বিষয় করে দিন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান এবং সবচেয়ে বেশি প্রতিদান প্রদান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে এমন প্রতিদান প্রদান করুন, যেমন প্রতিদান কোনো নাবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে প্রদান করেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সুপ্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে প্রদান করুন আপনার অতি নিকটবর্তী জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং তাঁকে আরো অতি উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে আরশের উপরে সুপারিশ করার স্থানটিও প্রদান করুন, যে স্থানটি তাঁকে প্রদান করার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। নিশ্চয় আপনি কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।

IslamHouse.com

@IslamHousebn islamhousebn islamhouse.com/bn/

Bengali.IslamHouse user/IslamHouseBn

For more details visit
www.GuideToIslam.com

GUIDE TO ISLAM

contact us :Books@guidetoislam.com

Guidetolslam.org Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ١٢٦ ٩٦٦١١٤٩٧٠+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

OFFICERABWAH

osoulcenter

www.osoulcenter.com

To Download This Book, please Visit:

OSOUL STORE

osoulstore.com